CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 March, 2021 ■ আগরতলা, ৮ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৩ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

৯ মার্চ মৈত্রী সেতু সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন
সাব্রুমে আইসিপি-র ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের তিন বছর পূর্তিতে উপহারের ডালি

আগরতলা, ৭ মার্চ (হি. স.)।। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের তিন বছর পূর্তি-তে রাজ্যাবাসীর জন্য উপহারের ডালি নিয়ে হাজির হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওইদিন তিনি ভিডিও কনফারেন্স-এ সাব্রুমে মৈত্রী সেতু-র উদ্বোধন, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট(আইসিপি) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং নতুন জাতীয় সড়ক সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছে।

প্রেস বিবৃতিতে এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৯ মার্চ দুপুর ১২ টায় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের সময় ত্রিপুরায় একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন।

মৈত্রী সেতু ফেনী নদীর উপরে নির্মিত হয়েছে। ওই ফেনী নদী ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় সীমানা সহর সাব্রুম এবং বাংলাদেশের মাঝে প্রবাহিত হচ্ছে। মৈত্রী সেতু নামটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতীক। ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১.৯ কিমি দীর্ঘ ওই সেতুটি নির্মিত হয়েছে। সেতুটি ত্রিপুরার সাব্রুম এবং বাংলাদেশের রামগড়ের সাথে যুক্ত হবে। তাতে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জনগণের যাতায়াত এবং বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে এক নতুন অধ্যায়ের রচনা হতে যাচ্ছে। এই সেতুটি উদ্বোধনের সাথে সাথে সাব্রুম থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দুরত্বে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে।

একইদিনে প্রধানমন্ত্রী সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। এটি দুই দেশের মধ্যে পণ্য ও যাত্রীদের চলাচল সহজতর করতে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যের পণ্যগুলির জন্য নতুন বাজারের সুযোগ সরবরাহ এবং ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে আসা যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচলে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি ভারতের ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি নির্মাণ করবে। প্রায় ২৩২ কোটি ওই আইসিপি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরে সাথে খোয়াই জেলা সদরকে সংযুক্ত করে এনএইচ ২০৮-র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। ওই সড়কটি এনএইচ ৪৪-এর বিকল্প রুট হিসেবে কাজ করবে। ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এনএইচ-২০৮ প্রকল্পটি এনএইচআইডিসিএল নির্মাণ করছে। তাতে, ১০৭৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এদিকে, একইদিনে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা (নগর)-র আওতায় নির্মিত ৪০৯৭৮টি বাড়ির উদ্বোধন করবেন তিনি। ওই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৮১৩ কোটি টাকা। এছাড়া তিনি আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় নির্মিত ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারও উদ্বোধন করবেন।

শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী ওইদিন ওল্ড মোটর স্ট্যান্ডে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং ও বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। এটি প্রায় ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে তৈরি করা হবে। তিনি লিচুবাগান থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তাটি দুই লেন থেকে চার লেন পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন প্রায় ৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী রাজ্য মহাসড়ক এবং অন্যান্য জেলা সড়কগুলিরও উদ্বোধন করবেন। রাজ্য সরকার ৬৩.৭৫ টাকার ওই সড়ক নির্মাণে ব্যয় করেছে। তাতে, ত্রিপুরার মানুষকে সমস্ত আবহাওয়ায় সংযোগ প্রদান করবে।

আজ শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফা

নয়াদিল্লি , ৭ মার্চ (হি. স.)।। করোনা বিধি মেনে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফা শুরু হতে চলেছে সোমবার অর্থাৎ ৮ই মার্চ থেকে। এক সাক্ষাতকারে লোকসভার স্পীকার ওম বিড়লা জানান, রাজ্য সভার অধিবেশন চলবে সকাল ৯টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত, অন্যদিকে, লোকসভার অধিবেশন বসবে বেলা ৪টে থেকে ১০টা পর্যন্ত। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফা শেষ হবে আটই এপ্রিল। জানুয়ারির ২৯ তারিখ শুরু হয়েছিল বাজেট অধিবেশনের প্রথম দফা। শেষ হয় ফেব্রুয়ারি ২৯ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ১৮ হাজার ৭১১ জন

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি. স.)।। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১৮ হাজার ৭১১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা আগের দিনের থেকে সামান্য বেশি।রবিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্যা জানা গেছে। ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১২ লক্ষ ১০ হাজার ৭৯৯ জন।

আক্রান্তের সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশে বাড়ছে টিকাকরণের হারও। ইতিমধ্যেই ২ কোটি মানুষ করোনার টিকা পেয়ে গিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ২ কোটি ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৩৪৪ জনকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আপাতত মোট মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৫৬ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০০ জনের।এই সংখ্যাটা অবশ্য আগের দিনের থেকে সামান্য কম। তবে পরপর কয়েকদিনের মৃত্যুর পরিসংখ্যান রীতিমতো চিন্তার।

সরকারি রিপোর্ট বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনামুক্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৩৯২ জন। যা দৈনিক আক্রান্তের থেকে বেশ কম। ফলে দেশে মোট অ্যাকটিভ কেস বেড়ে দাঁড়াল ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫২৩ জন। গত বেশ কয়েকদিনে সংখ্যাটা নিয়মিত হারে বাড়ছে। যা চিন্তায় রাখছে চিকিৎসকদের। দেশে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন, ১ কোটি ৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫২০ জন।

গত কয়েকদিন লাগাতার তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রের দৈনিক করোনা পরিসংখ্যান চিন্তা বাড়াচ্ছিল। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে পাঞ্জাবের একটা বড় অংশও। লুধিয়ানায় শনিবার থেকে ফের চালু হয়েছে নাইট কারফিউ। গতকাল মহারাষ্ট্রে ফের ১০ হাজারের বেশি মানুষ করোনার কবলে পড়েছেন। যার জেরে দেশের সার্বিক ছবিটাও উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

চা বাগানের বুক চিরে জাতীয় সড়ক নির্মাণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। চা বাগানের প্রায় চার কানির উপর ভূমি জবর দখলের বিষয়কে নিয়ে একপ্রকার বাগান শ্রমিকের ঘেরাওয়ের মুখে পড়তে হয় মোহনপুরের উপর দিয়ে হতে যাওয়া জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষকে। মোহনপুর মহকুমা ফটিকছড়া থেকে জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করে এই বেসরকারি সংস্থা।

কাজের শুরুতেই সংস্থার বিরুদ্ধে ফটিকছড়া চা বাগানের শ্রমিক মহল থেকে অভিযোগ উঠে আসছে জাতীয় সড়ক ১০৮বি নির্মানে যতটুকু জায়গার দরকার সরকার সেটুকু নোটিশ জারি করে নিয়ে নেয়। কিন্তু নির্মাণ কাজে যুক্ত থাকা সংস্থা সেই গন্ডি পাড় হয়ে বাগানের বিশাল একটা অংশে কবজা জমিয়ে মাটি কেটে নিয়ে যেতে শুরু করে দেয়। শ্রমিকরা এতে একাধিক বার বাধা প্রদান করার পরও কোন পরিবর্তন না আসলে রবিবার দুপুরে ফটিকছড়া চা বাগানের প্রায় শতাধিক শ্রমিক একত্রিত হয়ে ঐ সংস্থার ক্যাম্প ঘিরে ফেলে।

যার খবরে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে লেফুঙা থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বেগতিক দিকে মোর না নিতে পারলেও, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো নয়ন দেবনাথ (২০) নামে এক যুবক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পশ্চীম পিলাকের বাসীন্দা। স্বর্গীয় সহদেব দেবনাথের ছেলে নয়ন দেবনাথ গতকাল রাতে জোলাইবাড়ীর কলোনী বাজার সংলগ্ন এলাকায় লেচুবাগানে গিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছেনেয় বলে জানায় পরিবারের লোকজন।

পরিবারের লোকজনেরা জানান গতকাল গভীর রাতে নয়ন দেবনাথ ঘর থেকে বের হয়। পরবর্তী সময় সে ঘরে নাফেরার ফলে সকলে মিলে খোজ নিয়ে দেখতে পায় কলোনী বাজার সংলগ্ন এলাকায় লেচুবাগানে নয়ন দেবনাথের দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। অবশেষে আজ সকালবেলা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নয়ন দেবনাথের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। নয়ন দেবনাথের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে পরিবারের লোকজন সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান নয়ন দেবনাথ দ্বাদশ শ্রেণি থেকে দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ এক মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তী সময় ওরা বিয়েরজন্য প্রস্তুত হয়।

নয়ন দেবনাথের কোনোপ্রকার উপর্জনের পথ ছিলোনা। তাই মেয়েটি নয়ন দেবনাথকে কর্মসংস্থানের জন্য পরামর্শ দেয়। মেয়েটির কথামতো নয়ন দেবনাথ গত এক বছর আগে কলেজের দ্বিতীয়বর্ষে লেখাপড়া বন্ধ করে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে যোগ দেয়। কিন্তু পরবর্তী সময় মেয়েটির পরিবারের লোকজন নয়ন দেবনাথের এই ভালোবাসাকে মেনে নিতে পারছেননা বলে অভিযোগ। নয়ন দেবনাথের পরিবাবের লোকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ একলা চলো নীতিতে এগুচ্ছে আইপিএফটি, ১৮ আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। বহু জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে একলা চলো নীতিতে এগুচ্ছে সরকারের ছোট শরিক আই পি এফ টি। রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ১৮ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেন দলের সভাপতি নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। সংবাদ সম্মেলনে আইপিএফটি প্রধান ও ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, যে আইপিএফটির রাজ্য নির্বাচন কমিটি ১৮ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আইপিএফটি এবং বিজেপি উভয়ই জোট সরকারের অংশীদার। তবে, ১৮ প্রার্থীর প্রথম তালিকা ঘোষণার সিদ্ধান্তে গেরুয়া দলকে হতবাক করে দিয়েছে। এন সি দেববর্মা জানিয়েছেন, আমরা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বিভিন্ন দফায় বৈঠক করে প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছি। কমিটি দলীয় কার্যালয়ে প্রাপ্ত প্রতিটি বায়োডাটা এবং আবেদন পর্যালোচনা করে নামগুলি তালিকাভুক্ত করেছি।

তিনি আরও বলেন যে ১৮ জনের মধ্যে দু'জন মহিলা প্রার্থী এবং ১৪ জন নতুন মুখ দল বেছে নিয়েছে। এর আগে জেলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একমাত্র প্রার্থী হলেন কৃষ্ণ কান্ত জামাতিয়া, যিনি এই বছর কিল্লা-বাগমা আসনে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

জোটের শরিক বিজেপির সাথে আসন ভাগাভাগির কথা বলতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক তছা উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনার বাংলার সংকল্প ঠিক পূরণ হবে ব্রিগেডে জনসভায় প্রত্যয়ী নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) ।। "সবাই হাত উপরে তুলে বলুন ভারতমাতা কি জয়। ভারত মায়ের আশীর্বাদে সোনার বাংলার সংকল্প ঠিক পূরণ হবে। উপস্থিত সমস্ত মানুষ, মা, মেয়ে, যুবকরা আজ বাংলায় আসল পরিবর্তনের জন্য এসেছে। আমি আজ ব্রিগেডে আপনাদের আসল পরিবর্তনের বিশ্বাস দিতে এসেছি।"

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "এই ব্রিগেডের গ্রাউন্ডের আশেপাশে একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজির জন্মস্থান, ঋষি অরবিন্দর জন্মস্থান তো অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মভূমি। বিগত বছরগুলোতে অনেক বার এই স্লোগান উঠেছে ব্রিগেড চলো। এখানে রাজনৈতিক মানুষরা মিলে বাংলার যে হাল বানিয়েছে তা প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষ সহ্য করেছে। এটা মানুষের ইচ্ছা শক্তি যে তাঁরা পরিবর্তনের আশা ছাড়েন নি। কিন্তু মমতা দিদি মানুষের আশা ভঙ্গ করেছেন। এরা বাংলার মানুষের আশা ভঙ্গ করেছে। মা মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছেন। কিন্তু মানুষের সাহসকে দমাতে পারেনি। এই ভিড় তার প্রমান।

বাংলা চায় উন্নতি, শান্তি। বাংলা চায় সোনার বাংলা। আমি দেখতে পাচ্ছি এইবার বিধানসভা নির্বাচনের একদিকে তৃনমূল আছে, বাম কংগ্রেস আছে। অন্যদিকে বাংলার জনতা কোমর বেঁধে তৈরি হয়েছে। আজ বিজেপিকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন হয়েছে। সাধারণ মানুষ, বৌদ্ধিক লোক, শিল্পী সবাই নিজেদের আশীর্বাদ দিচ্ছে। সবার মনে একটাই ইচ্ছে। আমাদের বাংলা উপরে উঠুক।

আজ আমাদের বাংলার ছেলে মিঠুন চক্রবর্তী ও উপস্থিত আছেন। তিনি তাঁর কর্মকান্ড লোকনাথ বাবার আশীর্বাদে লোকের কাছে পৌঁছাচ্ছেন। আজ ব্রিগেডে মানুষের হুঙ্কার দেখে আমার মনে হচ্ছে আজ ২ মে (অর্থাৎ, ভোটের ফল প্রকাশের দিন)।

বাংলায় উদ্যোগ বাড়ানো, বাংলার পুনর্নির্মাণ, সংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষার বিশ্বাস দিতে এসেছি আমি। এখানে কৃষক, উদ্যোগী, মা, মেয়ে, যুবকদের জন্য আমরা ২৪ ঘন্টা দিন রাত কাজ করব। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত আপনাদের জন্য বাঁচব। আপনাদের সেবা করব। আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে শুধু নির্বাচন নয়, সব সময় আপনাদের হৃদয় জিতব আমাদের কাজ, পরিশ্রম দিয়ে। এখানে যে বিজেপি সরকার আসবে তাতে বাংলার লোকই প্রাধান্য পাবে।

এখানে বিজেপি সরকারের মূল মন্ত্র হবে আসল পরিবর্তন। আসল পরিবর্তনের অর্থ হল এমন বাংলা যেখানে যুবকদের শিক্ষা, কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ মিলবে, মানুষকে অন্য জায়গায় যেতে না হয়, ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে, যেখানে গরিবদেরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হবে। উত্তরবঙ্গ হোক বা দক্ষিণবঙ্গ, শোষিত, আদিবাসী, শরণার্থী সবাইকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। যেখানে সবার সাথ, সবার বিকাশ হবে। তুষ্টিকরন হবে না। অবৈধ অনুপ্রবেশ হবে না। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বাংলা যা হারিয়েছে, ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটা আমার থেকে আপনারা বেশি ভালো জানেন।

আমি আজ এই সঙ্কল্প করছি যা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৪৭ ▫ ৮ মার্চ ২০২১ ইং ▫২৩ ফাল্গুন ▫ সোমবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নারী দিবসের ভাবনা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীদের অধিকার রক্ষার অন্যতম দিন। গোটা বিশ্বেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হইয়া থাকে। দিনটির যথেষ্ঠ তাৎপর্য রহিয়াছে। কেননা নারীর এখনো তাহাদের অধিকার পুরোপুরিভাবে ভোগ করিতে পারিতেছে না। ভারতীয় সংবিধানে নারীদের জন্য সমান অধিকার স্বীকৃত থাকিলেও নারীরা অধিকার সঠিক ভাবে ভোগ করিতে পারিতেছে না।নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে নারীরা যে সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিবে না তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সুদীর্ঘকাল হইতেই নারীরা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। এখনো অনেক ক্ষেত্রেই নারীদেরকে অন্দরমহলে রাখা হয়। সংবিধান স্বীকৃত অধিকার নারীরা সমান ভাবে ভোগ করিতে পারিতেছে না বলিয়া এই নারীদের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু আইন প্রণীত হইয়াছে।কিন্তু তাহাতেও নারীরা তাদের অধিকার কতটা ভোগ করিতে পারিতেছে সেই প্রশ্ন উঠিতেছে। নারীদের অধিকার নিয়া শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয় সারা বিশ্বেই হৈচৈ শুরু হইয়াছে। নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের দেশে মহিলা কমিশন গঠিত হইয়াছে।রাজ্য মহিলা কমিশন মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কাজ করিতেছে।যেখানে নারীরা আক্রান্ত লাঞ্ছিত অধিকারবঞ্চিত হইতেছেন সেখানেই মহিলা কমিশন ঝাপাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতেও নারীদের অধিকার সুরক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।ইহার মূল কারণ হইলো আমাদের ভারতবর্ষে এখনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় হিসাবেই পরিচিত। অর্থনীতি সহ যাবতীয় বিষয়ে পুরুষরাই নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।প্রকৃতপক্ষে নারীদের অধিকার সুরক্ষা করিবার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘুরাতে বলতো রাখিয়া উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিলে আসল উদ্দেশ্য কোনদিনই সফল হইবে না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা এখন ও ভোগ্য বস্তু হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। শিক্ষা চাকরি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা বঞ্চিত হইতেছে। লোকসভা রাজ্যসভা বিধানসভা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের জন্য সমান আসন এখনো স্বীকৃত হয় নাই। স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রেও নারীরা সঠিক অবস্থান নিতে পারিতেছেন না। সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ গার্হস্থ্য হিংসা সহ নানা নির্যাতনের শিকার হইতেছে। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আদি অনন্তকাল হইতে বঞ্চিত করিয়া আসা হইতেছে। নারীরা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারিতেছে না।নারীরা স্বাবলম্বী হইতে পারিতেছে না বলিয়া নারীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। নারীদের অর্ধেকআকাশ কিংবা মহিলা ক্ষমতায়ন এর স্লোগান দেওয়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কতখানি বাস্তবায়িত হইতেছে তাহার খোঁজ খবর কেউ নিতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে মহিলা ক্ষমতায়ন স্লোগানেই সীমাবদ্ধ থাকিতেছে। মহিলাদের অধিকার রক্ষা এবং মহিলাদের নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নতুন নতুন আইন প্রণীত হইলেও সেইসব আইন কতখানি বাস্তবায়িত হইতেছে তাহাও প্রশ্নচিহ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।শুধুমাত্র আইন তৈরি করলেই চলবে না আর আইনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। এখানেই গলদ রহিয়াছে।গলদ দূর করিয়া যতদিন পর্যন্ত নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না ততদিন নারীদের ক্ষমতায়ন বা নারীদের অধিকার সুরক্ষার প্রশ্ন, প্রশ্ন চিহ্নেই থাকিয়া যাইবে। নারী কল্যাণ কিংবা নারীদের অধিকার সুরক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি ঠিক তেমনি সমাজের নারী-পুরুষ উভয়কেই এইসব বিষয়ে সহমর্মিতা লইয়া কাজ করিতে হইবে। শুধুমাত্র নারীরা অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করিলেই অধিকার আদায় সম্ভব হইবে না। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া সংবিধান প্রদত্ত অধিকার গুলি নারীদেরকে সঠিক ভাবে ভোগ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। একত্রে অবশ্যই নারীদের শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। নারীদেরকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা চাকরি নির্বাচন ক্ষেত্রসহ সর্বত্রই নারীদের জন্য সমান অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুধুমাত্র নারী স্বাধীনতা কিংবা মহিলা ক্ষমতায়নের স্লোগান দিলেই চলিবে না।নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য যেসব আইনে সংস্থা আছে সেগুলির যাহাদের সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা হয় সেজন্য চাপ আরো বাড়াইতে হইবে। নারী সংগঠন গুলির পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সামাজিক সংস্থা এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নারী কল্যাণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।নারীদেরকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত করলে নারীরা কোনদিনই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে না। একথা অনস্বীকার্য যে, যে কোন পরিবারে মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক।মাকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে না পারিলে পরিবারের সন্তান কোনদিনই সুশিক্ষিত হইবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে মাকে প্রথমে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। সেজন্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রাখিয়া মহিলাদের স্বাধীনতা ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।পাশাপাশি স্বাধীনতার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া একাংশের নারীরা যাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই নারীরা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে এবং সুস্থ সমাজ গঠনে সমান অংশীদার হইবে। আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এটাই প্রত্যাশা রইল।

কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকায় তোপ সোমেনপুত্র রোহন মিত্রর

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকায় তোপ দাগলেন দলের অন্যতম নেতা তথা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্রর পুত্র রোহন। রোহনবাবু রবিবার টুইটে লিখেছেন, "খবর পাচ্ছি যে পুরো উত্তর কলকাতা জেলাতে কংগ্রেস একটা সিট পায়নি, সব জোট সঙ্গী দের দেওয়া হয়েছে, তাহলে আগামী দিনে কেনো কেউ উত্তর কলকাতাতে কংগ্রেস করবে? বাবা থাকলে এইটা হতো না, উত্তর কলকাতাতে কংগ্রেসকে তুলে দেওয়া কেনো হোলো- মুর্শিদাবাদ আর মালদা না বলে? যেদিন আমার বাবা, তার পুরোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, যিনি বাবাকে প্রথম মনোনয়ন দেন, সেই মহান ব্যক্তি, প্রিয়দার রায়গঞ্জ সিটটা তার স্ত্রী, সেই সময়ের কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি দীপা দাশমুন্সিকে দেবে বলে ঠিক করলেন, এবং পার্টির সম্মানটা কে আগে রেখে জোট করলেন না, সেদিন বাবাকে যারা যাচ্ছাতাই ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল, তারাই দেখি এখন কংগ্রেসের ৯২/৯৩ টা সেট, তাও আবার বেশি ভাগ মালদা-মুর্শিদাবাদ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ পেয়ে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করছে! আজব দ্বিচারিতা!!! আমার বাবা খারাপ ছিল, প্রতি মুহূর্তে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। মেনে নিলাম। সেও মেনে নিয়েছিল।

বাড়িতে রেখে করোনার চিকিৎসা, আমরা কোথায় আছি?

দীপেন চৌধুরী

সকডাউনের ৩৮/৪০ দিন পার হয়ে যাবার পর দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ,পূর্ণমন্ত্রী অপূর্ণমন্ত্রী, রাষ্টমনী, প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও যারা দেশের ও দশের হিতাকাঙক্ষী রাজনৈতিক বোদ্ধা এখন থেকে করোনায় আক্রান্ত রোগীকে আর হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই বরং এখন থেকে তাদের বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে- অপ্রয়োজনে তারা টেলিমেডিসিন বা ডক্টর অন কলের সাহায্য নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে গুটিকয়েক ব্যাপার আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বলা হচ্ছে বাড়ি। কিন্ত প্রকৃতঅর্থে বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা এখন কোথায়? এখন তো বাড়ির ডেফিনেশন হল অ্যাপার্টমেন্ট। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতো মাত্র দুটো ঘর।

হাম দো গড় সদস্য সংখ্যা তাহলে মিনিমাম ৪ জন। এর মধ্যে ছেলের চাই আলাদা রুম, মেয়েরও তাই। (কেননা তাদের চাই প্রাইভেসি। নিজের ঘরে বসে (মোবাইলে চ্যাটিং ডেটিং ইত্যাদি করবার জন্য।

তাহলে বাপ-মা এখন কোথায় যায়? ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে না ফ্ল্যাটের বাথরুমে না শিয়ালদহের ফুটপাতে? দ্বিতীয় ব্যাপার আজকাল ডাক্তারবাবুদের কল করলে তারা আর বাড়ি আসেন না। এ প্রথা বহুদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার জায়গায় এখন এসেছে ভিডিও কলিং টেলিকনফারেন্সিং ইত্যাদি ইত্যাদি। এরমানে হল রোগী পড়ে রইল হাজার মাইল দুরে, ডাক্তারবাবু রোগীর ছবি দেখেই শুরু করবেন চিকিৎসা এবং ওষুধ খাবার নিদানও দেবেন সেইমতো। এখন প্রশ্ন হল যে সয়মটাতে ডাক্তারবাবুরা রোগীকে স্বচক্ষে দেখে এবং টেপাটেপি করেও যখন রোগীর রোগ ধরতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন তাহলে দূরে থেকে ঠিক চিকিৎসা সম্ভব হবে কি? এতো আর বিধানবাবুর মতো ব্যাপার নয়। আমরা অনেকেই জানি আবার জানিও না যে স্বাধীনোত্তরত্ত আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়, ধিনি পেশায় ছিলেন একজন এমবিবিএস ডাক্তার। তো একদিনের ঘটনা। আজকের মেডিকেল কলেজের তখনকার নাম ছিল ক্যাম্পবেল হাসপাতাল। বিধানবাবু রয়েছেন সহকারি ডাক্তার এবং সিনিয়র নার্স। রোগী দেখতে দেখতে হঠাৎ বিধানবাবুর চোে পড়ল একজন রোগীর দিকে। কিছুক্ষণ রোগীটির দিকে চেয়ে থেকে সিনিয়র নার্সকে বলে উঠলেন,"আপনারা এই রোগীকে এখানে কেন রেখেছেন? ইনি তো টিবি পেসেন্ট, এখনই একে টিবি ওয়ার্ডে রিমুভ করুন।" সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে টিবি ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়; পরে টেস্ট করে জানা যায় রোগীটি সত্যিই একজন টিবি পেসেন্ট। তাহলে যে ডাক্তারবাবু আউটডোরে ওই টিবি রোগীর পরীক্ষার পর জেনারেল ওয়ার্ডে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন, হয় তিনি না বুঝে ভুল করেছিলেন নতুবা ওয়ার্ডবয়দের ভুলেও সেটা হতে পারে। এখন ভুলটা কার ছিল সেদিন, সেটা এতদিন বাদে বলা মুশকিল। যাই হোক, এত গেল বিধানবাবুর কথা।

সবাই তো আর বিধানবাবু নন। যিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বসতবাড়িটি পর্যন্ত দান করে গিয়েছেন জনগণের সেবায়। কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার যার বর্তমান নাম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ঠিক এর সামনে রয়েছে বিধানবাবুর দান করা সেই বাড়িটি যা আজ বিধাচন্দ্র পলি ক্লিনিক নামে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিধানবাবুর জীবনের আর একটি ঘটনা উল্লেখ করলে মনে হয় বন্ধুরা আনন্দ উপভোগ করবেন অন্তত একজন বাঙালি হিসেবে। বিধানবাবুর মুখ্যন্তীতালে একদিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কোসিগিন এবং রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বুলগানিন সরকারি আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছিলেন। বিধানবাবু তাদের সম্মানার্থে এবং সরকারি প্রোটোকল স্বরূপ কলকাতার গঙ্গাবক্ষে একটা স্টিমার পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বিদেশি সম্মানীয় অভ্যাগতদের বিধানবাবু তখন আঙুল দিয়ে গঙ্গাবক্ষের অপর পারে থাকা হাওড়া জেলা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই হাওড়া শহর ও জেলা নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি। এই শহরের অলিতে গলিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প। ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে কয়েক হাজার। তাই এই শহরটিকে আমরা জার্মানির রুর শহরটির সঙ্গে তুলনা করে

বলে থাকি 'রুর অফ বেঙ্গল'। এরপর গঙ্গানদীর শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমাদের শহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত এই গঙ্গানদী ঠিক লন্ডনের টেমস নদীর মত নয় কি! টেমসের এপার-ওপার দু'পারে যেমন দুই শহর আমাদের এখানেও ঠিক তাই, কি বলেন আপনারা। উত্তরে প্রেসিডেন্ট কোসিগিন বলেন, 'মি. রয় আপনি তো দেখছি সব ক্যাপিটালিস্ট দেশেরই গুণগান করছেন; কই কোনও কমিউনিস্ট দেশের কথা তো বলছেন না।' উত্তরে বিধানবাবু সেদিন বলেছিলেন আমি তো এখনও পৃথিবীর কোনও কমিউনিস্ট দেশ থেকে সরকারিভাবে আমন্ত্রণই পাইনি। তাই সেইসব দেশ ঘুরে দেখার আমার কোনও বৌভাগ্যই হয়নি এপর্যন্ত, তাই কি করে সেইসব দেশ সম্বন্ধে বলি বলুন। এই শুনে কোসিগিন সাহেব বিধানবাবুকে বলেন, ধরুন আমরা যদি আপনার সেই সমস্যা দূর করে দিই তবে সেইসব কমিউনিস্ট দেশে আপনি যাবেন তো অতিথি হয়ে? বিধানবাবু উত্তরে বলেন, আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এরপরে কৌসিগিন সাহেব বলেন, "আপনার দেশ ঘোরার সমস্যা যদি না থাকে তবে তো আপনার কোনও আপত্তি নেই? উনি তখন বলেন, একটু খুলে বলুন তাহলে। এবার সাহেব বলেন, "আপনাকে আমরা একটা আস্ত এরোপ্লেন উপহার দিতে চাই। আপনার যখন ইচ্ছে হবে তাতে চড়ে আমাদের রাশিয়ায় চলে আসবেন। রাশিয়ানরা আপনাকে সর্বদা। বিধানবাবু একথার প্রত্যুত্তর কোসিগিন সাহেবকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে ওঠেন, মাফ করবেন আপনাদের এই সদিচ্ছায় আমি আগত।

কিন্তু একটা মুশকিল আছে। যে প্লেনটি আপনারা আমাকে উপহার দেবেন বলে ঠিক করেছেন

তাকে তো আমি আমার বাড়ির ছাদে রাখতে পারব না। তাকে তো রাখতে গেলে এয়ারপোর্টের হ্যাংগারে রাখতে হবে। এখন এই হ্যাংগারের মাসিক ভাড়া কে গুনবে বলুন? আমি গরিব ভারতবর্ষের এক অতি গরিব রাজ্যের মুখ্যন্ত্রী। আমার পক্ষে এই হ্যাংগারের ভাড়া

গোনা অসম্ভব।" কোসিগিন সাহেব তখন বলে উঠলেন, আপনি আমাদের নিরাশ করলেন মি. রয়। প্রত্যুত্তরে বিধানবাবু তখন বলেন, না! না! নিরাশ নয়। আমি আমার রাজ্যবাসীর তরফ থেকে আপনাকে অনুরোধ জানাই যে আমাদের রাজের একমাত্র মেডিকেল কলেজে ব্যবহারের জন্য যদি কিছু উন্নত মেডিকেল যন্ত্রপাতি দেন তো আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।"

কৌসিগিন সাহেব বিধানবাবুর মুখে একথা শুনে বলেন, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আমরাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেই আপনার অনুরোধের জিনিস আপনি পেয়ে যাবেন।" কৌসিগিন সাহেব তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

দেশে ফিরেই তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজের ব্যবহারের জন্য পেটি পেটি উন্নত পাঠিয়েছিলেন জলপথে। খিদিরপুর পোর্টে সেগুলো আসে এবং পরে সেগুলো

মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকের দিনে আমাদের কোনও নেতা এরকম উপহার পেলে এ সুযোগ ছাড়ত বলে মনে হয় না। নিয়ে হয়তো বেচে দিত। যাই হোক, সে যে যা খুশি করুক আপত্তি নেই। যেটা বলার ছিল তা হল আমাদের দেশের এমপি, এমএলএ, নেতা-মন্ত্রীদের দেশময় একাধিক বাড়ি ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আছে। তাহলে তেনারা তাদের অব্যবহৃত বাড়ি বা ফ্ল্যাটগুলো করে দিচ্ছেন না কেন? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'জেলা এক পণ্য' প্রকল্পে কেন্দ্র-রাজ্য সহমত

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের সংঘাত হাল আমলের বিষয় যেমন নয়, তেমনি এই সংঘাত বর্তমানে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এক জেলা এক পণ্যত্ত এই প্রকল্প নিয়ে এলেও এই প্রকল্পের ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বড় ভূমিকা রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রতিটি কিষাণ সম্মান নিধি, আয়ুস্মান ভারত, গ্রামাঞ্চলের জন্য নলবাহিত জল প্রকল্প নিয়ে যে পর্যায়ে পৌছেছে তা আগে এই রাজ্যের মানুষ দেখেননি। আর ভোটের বাজারে বিভিন্ন জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কেন্দ্রের প্রকল্প, রাজ্যের বিকল্প প্রকল্পের ভালমন্দ নিয়ে তরজা চলছেত্ত আগামী দুইমাসে এই তরজা আর কতদূর এগো তা দেখার বিষয় হবে। এই তরজার মধ্যেই কেন্দ্রের একটি কৃষি প্রকল্পে রাজ্যের সামিল হবার খবরটি প্রায় চাপা পড়ে গেল। প্রকল্পটি হল "এক জেলা এক নির্দিষ্ট পণ্য? কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্প নিয়ে রাজনৈতিক "খেলা* চলুক, আমরা তার মধ্যে না গিয়ে এক জেলা এক পণ্য" এই প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কৃষিপণ্যের জন্য চিহিত হলো তা দেখে নেব। গোড়ার কথা : গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করে প্রতিটি জেলার (মোট ৭২৮) আর্থিক বিকাশের সম্ভাবনাময় দিক ও জেলার এঁতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে এমন কৃষিজ, শিল্প পণ্যের সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, গ্রামীণ উদ্যোগপতি তৈরি এই প্রকল্পের মূল কথা। এই প্রকল্পের ভাবনা এসেছে কিন্তু জাপানে ১৯৭৯-তে নেওয়া ব্যবসা বৃদ্ধির মডেল থেকে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলার নোমের) সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন হস্তশিল্পের প্রসারে ৭টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব" তৈরি করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙা করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। শুরু হয় এক জেলা এক নির্দিষ্ট পণ্য কর্মসুচির। যেমন- বেনারসের বেনারসী সিল্ক শাড়ি, কানপুরের চর্মশিল্প। সাফল্যও আসে। আর এই সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে এই প্রকল্প চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে গত বছর। এই উদ্যোগের হিসাবে এক জেলা এক নির্দিষ্ট পণ্য" এই প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের জেলায় জেলায় "রফতানি হাব" (২৩২৮১ ১১০১১) উদ্যোগের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। বাণিজ্যমন্ত্রক ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন মাধ্যমে এমন কৃষিজ পণ্য, প্রথাগত শিলা, হস্তশিল্পকে চিহিততকরণ, বিদেশে রফতানির সম্ভাবনা খুঁটিয়ে শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সোমপ্রকাশের লোকসভায় এ বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দেওয়া একটি বিবৃতির উল্লেখ করব। এই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে জেলাভিত্তিক রফতানি বৃদ্ধি সম্পর্কিত কমিটি ০৯৭১০) ভারতের সব জেলার জন্য গঠিত হয়েছে। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের রাজ্য। যে রাজ্যে এই ধরনের কমিটি তৈরি করা হয়নি। রাজনীতি না সদিচ্ছার অভাব- প্রশ্ন উঠতে পারেই। তবুও শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পে সামিল হওয়াতে কৃষি শিল্প সম্ভাবনার জোর দিয়ে উন্নয়নের মডেল বিতর্ক আর বাড়েনি, এতেই নিশ্চয়ই আমরা খুশি। আবার ফিরে প্রকল্পের কথায়। গত বছর লকডাউনে যখন গ্রামীণ অর্থনীতি, ছোট ছোট গ্রামীণ শিল্পের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, তখনই এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অক্সিজেন জোগানোর ভাবনাতেই সারা দেশে এই প্রকল্প চালু করার উদ্যোগে নেওয়া হয়। কিন্তু পণ্য বাছাই ও প্রকল্পের রূপরেখা চূড়ান্ত করতেই প্রায় ৯-১০ মাস গড়িয়ে গেল। অবশেষ এই ফেব্রুয়ারিতে এক জেলা এক পণ্য প্রকল্পটি বাস্তবের মাটিতে নেমে এল।

খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রকের পরামর্শে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক এই প্রকল্পে পণ্য চূড়ান্ত করেছেন। সারা দেশের ৭২৮টি জেলা থেকে কৃষি, উদ্যানপালন, পণ্যজাত, পোলট্রি দুগ্ধজাত, মৎসা, জলজ এবং সামুদ্রিক পণ্যগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য ও ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের তথ্যের ভিত্তিতে পণ্যের তালিকা চূড়ান্ত হয়। সারা দেশের ৭২৮টি জেলাকে ১৪টি বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ভিত্তিতে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (পণ্যের পাশে জেলার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল ধান ৪০, গম-৫, মোটা ও পুষ্টিকর খাদ্য-২৫, ডাল-১৬, নারকেল শুকনো শাঁস-২২, তৈলবীজ- ৪১, সবজি-১০৭,মশলা -১০৫,চাষজাত সবজি- ২৮ ফল ২২৬, ফুল-২ মধু-৯ পশুপালন) দুগ্ধজাত -৪০ জলজ/ সামুদ্রিক মাছ ২৯ এবং প্রক্রিয়াজাত ৩৩ জেলা।

প্রকল্প কীভাবে রূপায়ণ ক্লাস্টারভিত্তিক ভাবে বিভিন্ন জেলার চিহিত পণ্যগুলিকে জনপ্রিয় করে নজর দেওয়া হবে। ফুড-প্রসেসিং ইউনিটগুলিতোলা হবে। আর এজন্য বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রকের পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি, রফতানি সহায়ক যেসব প্রকল্প/ যোজনা রয়েছে তার মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রকের পক্ষে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে চিঠিতে জানানো হয়েছে যে চিহিত পণ্য সামগ্রীর মান উন্নয়ন, বিপণন ইত্যাদির ব্যাপারে ক্রেডিট লিঙ্কড ক্যাপিটাল সাবসিডি পেতে পারে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা। এ তো গেল শিল্প ইউনিটের কথা। এক জেলা এক পণ্য প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যের প্রথম এক বছরের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে কেন্দ্র।

দ্বিতীয় বছর থেকে রাজ্যের খরচের ৬০ শতাশ বয় কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রধানমন্ত্রী ফর্মালাইজেশন অব মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ (পিএমএফএমফি) প্রকল্পের আওতায় সহায়তা দেওয়া হবে।

এছাড়াও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত কৃষি বিকাশ যোজনা (পিকেভিওয়াই), রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আরকেভিওয়াই)- এর মতো যোজনা থেকেও এক জেলা এক পণ্য" এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার (পিকেভিওয়াই) অর্গানিক চাষে জোর দেওয়া হয়। আর রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনাতে

(আরকেভিওয়াই) শুধু কৃষি নয়, তার সঙ্গে সংযুক্ত মৎস্য, পোলট্রি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের করবে কেন্দ্র, বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্যের। এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে অনেকেই জানতে চাইবেন, আমাদের রাজ্যের জেলাগুলি কোন কোন একক পণ্যের জন্য চিহ্নিত হল। এবার সেই তালিকা-ত্ত (১) আম : মালদহ ও মুর্শিদাবাদ, (২) কমলালেবু : দার্জিলিং (৩) আলু: হুগলি, ৫৩) সর্ষে/মধু : উত্তর চবিশ পরগনা, নদিয়া, (৫) মুসম্দি লেবু : পশ্চিম বর্ধমান, (৬) নারকেল : হাওড়া, (৭) আনারস : জলপাইগুড়ি, ৮) পান : পূর্ব মেদিনপুর, (৯) পেয়ারা : দক্ষিণ চবিশ পরগনা, (১০) তিল: পশ্চিম মেদিনীপুর, (১১) বড় এলাচ : কালিম্পং, (১২) কাজু : ঝাড়গ্রাম, (১৩) সুগন্ধী চাল: পূর্ব বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত। কৃষি/খাদ্য সহায়তা দান করা হয়। এই দুই প্রকল্প বেশ কয়েক

বছরের পুরনো। অন্যদিকে অসংগঠিত ও অতি ক্ষুদ্র উৎপাদন ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য খুব সম্প্রতি পিএমএফএমফি প্রকল্প চালু হয়েছে। "আত্মনির্ভর ভারত" এর লক্ষ্যেই এই প্রকল্প। উদ্দেশ্য হল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের অসংগঠিত ক্ষুদ্র ইউনিটগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করা। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু থাকবে। এই প্রকল্পে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত স্বনির্ভর গোষ্ঠী, রেখে রাজ্যগুলি যদি এক জেলা এক পণ্য" প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে এবং কেন্দ্র যদি তালিকায় স্থান পাওয়া দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এংব কৃষি রফতানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে। আর এর ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সামগ্রিকভাবে জীবন-জীবিকার ওপর সদর্থক প্রভাব পড়বে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশই হয়তবা আগামীদিনে "আত্মনির্ভর ভারত"এর লক্ষ্যে প্রোডিউসার ফোরাম ইত্যাদির দিকে বিশেষ করে অনেকটা এগিয়ে দেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পানশালায় ভোটের আগে নাচগান বন্ধ করার আরজি নির্বাচনে কমিশনে

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : পানশালায় নর্তকী নাচবেন কি নাচবেন না, তার বিচারের জন্যও নির্বাচন কমিশনের দরবারে আরজি করা হল। ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে ১০০ শতাংশ আইনশৃঙ্খলা জনিত ব্যাপারগুলি এখন কমিশনের কোর্টে চলে আসছে। যার জেরে কমিশন কর্তরা যথেষ্ট বিড়ম্বনাতে। এই অবস্থায় পানশালায় রান্ন নাচাগানা ও মস্তির আসর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন এক ব্যক্তি। রীতিমতো দরখাস্ত লিখে তিনি অভিযোগ করেছেন, নিউ মার্কেট এলাকায় তিনটি ডান্স বারে প্রতি রাতে অশ্লীল নাচাগানার আসর বসছে। স্বল্পবসনা নাবালিকাদের দিয়ে চলছে ড্যান্স শো। গভীর রাতে তাদের দিয়ে দেহব্যবসা করানো হচ্ছে বলেও দরখাস্তে উল্লেখ করেছেন তিনি। আর সবটাই স্থানীয় থানার মদতে চলছে বলেও অভিযোগ তাঁর।

পানশালায় নাচাগানার আসরের সঙ্গে ভোটের কি কোনও যোগ রয়েছে? রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরের এক কর্তার কথায়, “অনেকেই ভাবেন ভোট ঘোষণার পর সমস্ত দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তাই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যও তাঁরা কমিশনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু ভোটের সঙ্গে যেগুলির সরাসরি কোনও যোগ নেই সেক্ষেত্রে কমিশনের কিছু করার থাকে না। যাবতীয় দায়িত্ব প্রশাসনেরই।”

এক্ষেত্রে কি কমিশনের কিছু করার আছে? আইনত পশ্চিমবঙ্গে গানের আসর চলতে পারলেও নর্তকীর নাচ নিষিদ্ধ। এব্যাপারে নির্দিষ্ট আইনও রয়েছে। আগে গানের আসর বসাতে পানশালাকে আবগারি দফতর থেকে ক্রুনার লাইসেন্স নিতে হত। এখন তা বাধ্যতামূলক না হলেও বার সিঙ্গারদের যাবতীয় পরিচয়পত্র-সহ নথি স্থানীয় থানা ও পাস সেকশনে জমা রাখতে হয়। খাতায় কলমে বেশ কিছু নিয়মও রয়েছে। যেমন, গাইয়ে স্টেজ থেকে নামতে পারবেন না, টাকা ওড়ানো যাবে না।

কমিশনের বক্তব্য, এগুলি পুরোপুরি আইনশৃঙ্খলার ব্যাপার, এর সঙ্গে ভোটের কোনও যোগ নেই। পুলিশকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। “তবে আইন অনুযায়ী ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে বার বা পানশালা বন্ধ রাখার নিয়ম। তেমনটা না করলে কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে” জানাচ্ছেন ওই কর্তা। তবে পানশালাগুলিতে যদি বেআইনি মদ ও কাগজহীন নগদ লেনদেনের প্রমাণ মেলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পানশালার লাইসেন্স পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/

ঝাড়গ্রামে রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে ঝাড় তুললেন তৃণমুল ও সিপিএমের প্রার্থীরা

ঝাড়গ্রাম, ৭ মার্চ (হি. স.) : রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে ঝাড় তুললেন তৃণমুল ও সিপিএমের প্রার্থীরা। এদিন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমুলের প্রার্থী চিকিৎসক খগেন্দ্র নাথ মাহাত সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন। পাশাপাশি সাঁকরাইল ব্লকের শিরশি,ডুমুরিয়া ও কাটনিমারিতে বুথ সম্মেলন করেন তৃণমুল প্রার্থী খগেন্দ্র নাথ মাহাত। অন্যদিকে মানুষের সাথে জনসংযোগ বাড়াতে এদিন বিকেলে একটি খেলার প্রাইজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মানুষের মানুষজনের সাথে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। ভোট ঘোষনা হওয়ার পর দিন থেকেই জোর কদমে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এই নতুন প্রার্থী খগেন্দ্র নাথ মাহাত। প্রার্থীর প্রচারের পাশাপাশি তৃণমুলের নেতাকর্মীও গোটা গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকা জুড়ে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন ও ভোট করছেন। অন্যদিকে শিরাতে হাল। প্রয়োজন বাম। এই শ্লোগানকে হাতিয়ার করে সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষজনের মন পেতে ঝাড়গ্রামের জুবলী মার্কেট, কোর্ট রোডে প্রচার সারলেন সংযুক্ত মোর্চার সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মধুজা সেন রায়। এদিন রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার সর্ববৃহৎ জুবলী মার্কেট ও সবজি মার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন বাম প্রার্থী। এদিনের প্রচারে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভারও সংযুক্ত সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী প্রশান্ত দাস। দুই প্রার্থী এদিন সবজি মার্কেটে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারন মানুষ ও খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতাদের সাথে এবং পথ চলতি মানুষজনদের সাথে কথা বলেন। এদিন সবার কাছেই আবেদন করেন বামফ্রন্টের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করার কথা বলেন। পাশাপাশি শ্রমজীবি ও সাধারন মানুষজনদের সাথে কোলাকোলি করে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন সংযুক্ত সমর্থিত ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএমের প্রার্থী মধুজা সেন রায় ও গোপীবল্লভপুরের সিপিএম প্রার্থী প্রশান্ত দাস। এদিনের এই ভোট প্রচারে ছিলেন সিপিএম নেতা পার্থ যাদব, প্রদীপ সরকার সহ একাধিক সিপিএমের নেতাকর্মীরা। এদিন রবিবাসরীয় প্রচারে অন্যান্য দল তৃণমুল, বিজেপি থেকে ঝাড়গ্রাম শহরে ভোট প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে সংযুক্ত সমর্থিত বাম প্রার্থী মধুজা সেন রায়। পাশাপাশি এদিন বাম নেতৃত্বরা মধুজা সেন রায়কে সাথে নিয়ে ঝাড়গ্রাম পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়েও প্রচার সারেন। মধুজা সেন বলেন শাল মহুলে ঘেরা জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে আমরা জিতবো। আমাদের লড়াই তৃণমুল। এবং বিজেপির সাথে। হিন্দুস্থান সমাচার /

রাজনৈতিক হিংসার বার্তা দিতে রাজ্যের সব শহিদ পরিবারে যাবেন অমিত শাহ

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় যে সমস্ত বিজেপি কর্মী মারা গিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ি যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনের ভোটপ্রচারে জনসভা করার পাশাপাশি দলের ‘শহিদ’-পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।

জানা গিয়েছে, বিষয়টি মাথায় রেখে শাহর বাংলায় সফর কর্মসূচি তৈরি হয়েছে। বিজেপির এক প্রথম সারির কেন্দ্রীয় নেতা জানিয়েছেন, “পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় ১৩০ জন বিজেপি সদস্য শহিদ হয়েছেন। যার অধিকাংশ ঘটেছে শাহ দলের সভাপতি থাকার সময়েই। সেই বিষয়টি শাহর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।” সে কারণেই তিনি শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মনোবল বাড়াতে চান।

ভোটব্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে শাহর আগামী দিনের এই কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে রাজনৈতিক হিংসার বিষয়টি নিয়ে সরব হবে, তা বহুদিন আগে থেকেই ঠিক হয়েছে। শাহ নিজে বিভিন্ন সময়ে তো বটেই, এমনকী, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বাংলায় রাজনৈতিক হিংসায় দলের কর্মীদের প্রাণ হারানোর বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন। নির্বাচনের মুখে সেই বিষয়টিকেই যে বিজেপি আবার সকলের সামনে নিয়ে আসতে চাইছে শাহর কর্মসূচিই তার সব থেকে বড় উদাহরণ।

বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে শাহ ঘনঘন বাংলায় যাবেন বলেই ঠিক রয়েছে। তাই সেই সময়েই দলের জনসভা, রোড-শো’র মতো প্রচারের সঙ্গে ‘শহিদ’ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্ব সেরে ফেলার জন্য শাহ নিজেই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। শাহ শহিদ পরিবারে গেলে একদিকে যেমন রাজনৈতিক হিংসার বিষয়টি সামনে আসবে, অন্যদিকে দলের কর্মী সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে, যা নির্বাচনের আগে অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবির।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এই জনজোয়ারই পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করছে, ব্রিগেডের ভিড় দেখে মন্তব্য দীনেশ ত্রিবেদীর

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : রবিবার ব্রিগেডে মেগা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা ঘিরে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের উচ্ছ্বাস তো বটেই, উৎসাহী জনতারও ভিড় ব্রিগেড ময়দানে। মোদী আসার ঠিক আগেই জনতার চাপ এত বেশি যে বজ্রআঁটুনির ঘেরাটোপ পর্যন্ত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে উঠল। আর এরই মধ্যে আশার আলো দেখলেন তৃণমূল থেকে সদ্য বিজেপিতে আসা নেতা দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি জানালেন, এই জনজোয়ারই পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করছে।

রবিবার দীনেশবাবুকে দেখা গেল ব্রিগেডে। দুপুরের পর ব্রিগেডে প্রবেশ করেন। এমন হাইভোল্টেজ প্রচার ময়দানে প্রবেশে বিলম্ব কেন? প্রশ্নের জবাবে ব্রিগেডমুখী জনতার ভিড় দেখালেন তিনি। বললেন, ”এই যে জনতা দেখছেন, তাঁদের মধ্যে আমি আটকে ছিলাম। এই যে ভিড় দেখছেন, এটাই পরিবর্তনের ইঙ্গিত করছে।” পরিবর্তনের ডাক দিয়ে ‘সোনার বাংলা’ গড়ার প্রতিশ্রুতিতে এবারে বাংলার নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেছে বিজেপি। ভোটের আগে ঘনঘন রাজ্য সফরে আসছেন দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতারা। ‘বিজেপি বহিরাগত’ -তৃণমূলের এই অভিযোগের জবাবে তাঁর পালটা আক্রমণ, ”যাঁরা এরকম বলছেন, তাঁরাই বাংলার সংস্কৃতি জানেন না।”

গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়েই আচমকা তৃণমূল ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন প্রাক্তন সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী। জানান যে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, দমবন্ধ লাগছে। অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। মানুষের জন্য কাজ করতে চান। এরপরই জল্পনা উসকে ওঠে, তৃণমূলের অন্যান্য নেতানেত্রীদের মতো তিনিও যোগ দিতে চলেছেন বিজেপিতে। যদিও এ নিয়ে তখনই কোনও পদক্ষেপ নেননি প্রাক্তন রেলমন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ। তবে শনিবার, মোদির ব্রিগেডে জনসভার ঠিক আগেই দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরে গিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান দীনেশবাবু।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ফের জোটে জট, আব্বাসকে মালদায় আসন ছাড়তে নারাজ ডালুবাবু

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : দু’দিন বাদেই উত্তীর্ণ হবে প্রথম দফার মনোনয়নের ক্ষণ। কিন্তু যতই বৈঠকের পর বৈঠক হোক না কেন, জট আর কাটছে না জোটের। বরঞ্চ নিত্যদিনই নতুন নতুন জট পাকাচ্ছে যা ছাড়াতে হিমসিম খেতে হচ্ছে বাম নেতৃত্বকে।

অভিযোগ, জট পাকাচ্ছেন কংগ্রেসের নেতারা। আর সেই জট পাকানোর মূলে রয়েছে আব্বাস সিদ্দিকির আইএসএফ। কংগ্রেস বামেদের সঙ্গে জোট করছে কিন্তু সিদ্দিকির সঙ্গে মন থেকে জোট করতে চাইছে না। যার জন্য বামেরা সিদ্দিকিদের আসন ছাড়তে যতটা উদারনীতি অবলম্বন করছে তার সিকিভাগও দেখা যাচ্ছে না কংগ্রেসের তরফে। তারই নিদর্শন এবার মিললো গণি খানের জেলা মালদার বুকে। সেখানকার সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী সাফ জানিয়ে দিলেন মালদার মাটিতে আসন ছাড়া হবে আইএসএফকে। আর তার জেরেই জোটে নতুন করে জট গিয়েছে পেকে। আব্বাস সিদ্দিকি বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তিনি বামেদের কাছে ৩০টি আসন চেয়েছিলেন। সেই দাবি মেনে নিয়েছে বামেরা। কিন্তু আব্বাসও একই দাবি রেখেছিলেন কংগ্রেসের কাছে। কিন্তু সেই দাবি এখনও মানেনি কংগ্রেস। উল্টে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছে, আব্বাসকে যত আসন ছাড়া হবে ঠিক তত আসন বামেদের নতুন করে ছাড়তে হবে কংগ্রেসকেও। সেই জট এখনও কাটেনি। তারই মধ্যে আবু হাসেম খান চৌধুরী আবার দাবি তুলেছেন আব্বাসকে মালদার বুকে আসন না ছাড়ার। তিনি জানিয়েছেন, ”কোনও মতেই আব্বাস সিদ্দিকির আইএসএফ-কে মালদায় আসন ছাড়া সম্ভব নয়। আইএসএফ-কে মালদার আসন ছাড়াই লড়তে হবে। আইএসএফ-কে আমাদের শর্ত মানতেই হবে। না মানলে কী করব, বাড়ি-ঘর বেচে দিয়ে কি চলে যাব মালদা থেকে। মানতেই হবে। এক ধাপ এগিয়ে আবু হাসেম খান চৌধুরী বলেছেন, “মনে রাখবেন আইএসএফ-র সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও জোট হয়নি। বামেরা আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে জোট করেছেন। তাই আমরা নিজেদের ভাগের আসন ছাড়া আর কিছু দেখছি না। সিদ্দিকির সঙ্গে আমাদের কোনও বোঝাপড়া হয়নি। যা হয়েছে বামফ্রন্টের সঙ্গে হয়েছে। যেহেতু বামফ্রন্টের সঙ্গে ওদের বোঝাপড়া হয়েছে তাই ওরাই আইএসএফ-কে আসন ছাড়বে।””হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অগপয় যোগদান দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক এআইইউডিএফ নেতা আজিজ খানের, লড়তে পারেন ক্ষমতাসীন জোট শরিকের টিকিটে

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ (হি.স.) : যাবতীয় অনুমানকে সত্যে পরিণত করে অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এ যোগ দিয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। আজ রবিবার (৭ মার্চ) বিকেল ৩.২০ মিনিটে এআইইউডিএফ-এর প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলীয় বিধায়ক আজিজ।

দলের সভাপতি বদরউদ্দিন আজমলের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েই গুয়াহাটির আমবাড়িতে অগপ-র সদর দফতরে গিয়ে হাজির হন আজিজ খান। পশ্চিম গুয়াহাটির বিধায়ক রমেন্দ্রনারায়ণ কলিতা, সাধারণ সম্পাদক মনোজকুমার শইকিয়া, পৃথ্বীরাজ রাভা সহ দলের কয়েকজন নেতার উপস্থিতিতে রাজ্যসভার সদস্য অগপর শীর্ষ নেতা বীরেন্দ্রপ্রসাদ বৈশ্য আজিজ আহমেদ খানের হাতে ফুলের তোড়া ও দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট শরিক অসম গণ পরিষদে স্বাগত জানান।

প্রসঙ্গত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনটি এআইইউডিএফ-এর জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে ওই আসনে দলীয় টিকিট থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসি মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ। এমন-কি গতকাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই আসন এআইইউডিএফকে ছেড়ে দিলে মহাজোট ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন সিদ্দেক।

পরবর্তীতে দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্র কংগ্রেস নিজেদের হাতে রেখে দেওয়ার ঘোষণা করলে এবার বেঁকে বসেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। না, তিনি একেবারে দল থেকে পদত্যাগই করে ফেলেছেন। পদত্যাগ করে অগপয় যোগ দিয়ে নতুন দলের টিকিটে দক্ষিণ করিমগঞ্জের ভোট ময়দানে নামবেন বলে আজিজ-ঘনিষ্ঠদের দাবি। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসন রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির জোট শরিক অগপর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

দিল্লিতে বাবা মায়ের সমাধিস্থল শ্রদ্ধা জানালেন শাহরুখ খান

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ (হি. স.) : দিল্লিতে পৌঁছেই বাবা মায়ের সমাধিস্থল ঘুরে দেখলেন শাহরুখ খান। বাবা মির তাজ মহম্মদ খান এবং মা ফতিমা খানের সমাধির সামনে শ্রদ্ধা জানাতে দেখা গেল তাঁকে। প্রথা মেনে , মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে শাহরুখ স্মরণ করে নিলেন বাবা-মাকে। দিল্লি গেলেই বাবা-মায়ের সমাধিস্থল একবার হলেও ঘুরে দেখতে ভোলেন না কিং খান। দিল্লি যে তাঁর কাছে ইমোশন সে কথা বহুবার বহু সাক্ষাৎকারে বলেছেন এসআরকে। ছোটবেলাতেই হারিয়েছেন বাবা-কে। ১৯৯০ সালে মা’ও মারা যান ক্যানসারে। ছেলের সফলতা দেখে যেতে পারেননি বাবা-মা। সে নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে তাঁর। আর সে কারণেই দিল্লি তাঁর আজও বড় প্রিয়, বড় কাছের। যেখানে সযত্নে রাখা আছে তাঁর এক টুকরো ছেলেবেলা।অন্যদিকে সিনেমা জগৎ থেকে একটা লম্বা বিরতির পর আবারও কাজে ফিরেছেন এসআরকে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দের অ্যাকশন-থ্রিলারে দেখা যাবে তাঁকে। বিপরীতে রয়েছেন দীপিকা। এই নিয়ে তিন বার দীপিকার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন এসআরকে। দীপিকার প্রথম ছবি

করিমগঞ্জ জেলার ১১টি স্থানে অনুষ্ঠিত ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, পর্যায়ক্রমে চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ মার্চ (হি.স.) : ভোটকর্মীদের সকল প্রকার কোভিড বিধি মেনে এবার নির্বাচন পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোট পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে কোভিড বিষয়ক সব ধরনের নীতি-নির্দেশিকা মানতে হবে।

রবিবার করিমগঞ্জ জেলার ১১টি স্থানে অনুষ্ঠিত ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে ভোট কর্মীদের কী কী বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে বা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, সে-সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এছাড়া ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এবং ভোটার ভেরিফায়অ্যাবল পেপার অডিট ট্র্যাইল (ভিভিপ্যাট)-এর মাধ্যমে ভোট দান প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জেলার ১১টি কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ চলছে। সোমবারও অনুরূপভাবে দুটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ চলবে।

ভোটকর্মীদের তিন কপি পাসপোর্ট সাইজ ফটো ট্রেনিংয়ের সময় নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এদিকে ১৫ এবং ১৬ মার্চ যে প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা ছিল সেই তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী ওই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ২২ এবং ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বলে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

এক লাফে অনেকটা বাড়ল তাপমাত্রা

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : কলকাতা সহ জেলায় একলাফে ৪ ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা। ফাল্গুনের শেষের আগে পারদ ক্রমাগত বেড়েই চলতে শুরু করেছে। শনিবারের থেকে রবিবার তাপমাত্রা এক লাফে অনেকটা বেড়ে গেল। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন পরিমাণ যথাক্রমে ৯৫ এবং ২৮ শতাংশ। দিনের শুরু থেকে গরমে তেজ ভালোই টের পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। আকাশ গোটা দিন পরিষ্কার থাকবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী কয়েক দিন কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গের তাপমাত্রা আরও বাড়বে। এদিকে ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডেও এদিন তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বেড়েছে।মৌসম ভবন আগেই জানিয়েছিল, এই বছর রেকর্ড গরম থাকবে সারা ভারতে। কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতিও প্রায় সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ব্রিগেডে জঙ্গলমহল থেকে আসছেন প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ

মেদিনীপুর, ৭ মার্চ (হি. স.) : রবিবার ব্রিগেডে যোগ দিতে জঙ্গলমহল থেকে কলকাতায় আসছেন প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ । এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি তথা মেদিনীপুরের প্রার্থী সমিতকুমার দাস। তিনি বলেন, ””জঙ্গলমহল এলাকা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশোর উপর বাস যাবে এই ব্রিগেডে। আমরা আশা করছি জেলা থেকে প্রায় ৫০ হাজারের উপরে মানুষ এই ব্রিগেডে যাবেন মোদীর ভাষণ শুনতে।””

ব্রিগেডে হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিবাদাবাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পৌঁছতে শুরু করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকেও বহু মানুষ আসছেন মোদীকে দেখতে ও তাঁর ভাষণ শুনতে। আসছেন ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের মানুষ । বিজেপির জেলা নেতৃত্বর দাবি, পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল থেকে আসছে প্রায় ৩৫০-৪০০টি বাস। এছাড়াও ছোট বড় গাড়িতে চড়ে ও ট্রেনেও মানুষ ব্রিগেডে আসছেন।

এদিন সকাল থেকেই বেশ ভিড় জমতে শুরু করেছে ব্রিগেড ময়দান চত্বরে । বিজেপি সমর্থকদের নিয়ে পরের পর পৌঁছচ্ছে বাস । মেদিনীপুর শহরের মূল কেন্দ্রবিন্দু ধর্মা এলাকা দিয়ে সমস্ত কর্মী-সমর্থকদের বাস একে একে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেয়। এই বাসে কর্মী-সমর্থকরা বিজেপির পতাকা লাগিয়ে স্লোগান দিতে দিতে কলকাতায় আসন। এদিন সকাল সকাল কেশপুর, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা-সহ বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন ব্রিগেডের উদ্দশ্যে রওনা দেন।

ব্রিগেডে মোদীর সভায় যাওয়ার পথে ভাঙড়ে বিজেপি কর্মীদের বাস ভাঙচুর, নদিয়ায় গুলিবিদ্ধ দলীয় নেতা

ভাঙড়, ৭ মার্চ (হি. স.) : ব্রিগেডে মোদীর জনসভায় যাওয়ার আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। ভাঙড়ে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের বাসে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ব্রিগেডের প্রচার করার সময় নদিয়ার হরিণঘাটায় বিজেপির বুথ সভাপতি গুলিবিদ্ধ হন বলে খবর। তাঁকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

এদিন সকালে ব্রিগেড সমাবেশে যাওয়ার পথে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের সাকসা গ্রামের কাছে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের একটি বাস আটকে তৃণমূল কর্মীরা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ বিজেপির। হামলার পর কয়েকজনের মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়। পালটা তৃণমূল কর্মীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। দু’পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হন। এরপর ঘটনায় বোমাবাজিও চলে এলাকায়। এনিয়ে সকালের দিকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, নদিয়ার হরিণঘাটা ১০ নং ওয়ার্ডের বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস শনিবার রাতের দিকে মোদীর ব্রিগেডের জন্য এলাকায় প্রচার করার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে তৃণমূল কর্মীরা। জখম অবস্থায় তাঁকে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে ভরতি করা হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তারকার মেলা ব্রিগেডের সমাবেশে

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : আজ ব্রিগেডের মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মহাসভায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বাঙালি সাজে ছিলেন ‘মহাগুরু’ মিঠুন চক্রবর্তী। ব্রিগেডে উপস্থিত ছিলেন টলিউড তারকা হিরণ, রুদ্রনীল ঘোষ, পায়েল সরকার, শ্রাবন্তীরাও। শনিবার রাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন মিঠুন। তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। রবিবার মঞ্চে মিঠুনকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও মুকুল রায়। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে আটকে পড়েছিল মহাগুরুর গাড়ি। বেশ কিছুক্ষণ পর ভিড় সরিয়ে গাড়ি এগিয়ে যায় ব্রিগেডের মাঠের দিকে। মঞ্চে উপস্থিত মহাগুরুকে নিজের দাদা, সবার দাদা বলে উল্লেখ করেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। এরপরেই দিলীপ ঘোষের হাত থেকে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন মিঠুন চক্রবর্তী। ব্রিগেডের মাঠে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন ‘মহাগুরু’ মিঠুন। অভিনেত্রী শ্রাবন্তী টুইটে লেখেন, “তৃণমূলে পিসি ভাইপোর রাজনীতির জন্য বেশিরভাগ মন্ত্রী-নেতা-কর্মীরা দল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। দলে টিঁকে থাকতে ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন পিসি ভাইপো। ৗমোদিরসাথেব্রিগেডে। ” জেলা, শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ভিড় জমিয়েছেন মাঠে। তাঁরা মিঠুন ছাড়াও টলিউডের তারকাদের দেখে উদ্দীপিত।

শহরবাসী দেখলেন, পাড়ায় পাড়ায় কত বিজেপি সমর্থক

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি .স.) : বেলা তখন সাড়ে দশটা। ব্রিগেডের সভা শুরু হতে অনেকটা সময় বাকি। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুর থেকে দলে দলে বেরিয়ে পড়েছেন উৎসাহী বিজেপি সমর্থকেরা।

এত বিজেপি যে এ সব তল্লাটে রয়েছে, কেই বা অনুমান করতে পেরেছিলেন। এই প্রতিবেদক সার্ভে পার্ক থেকে গল্ফ গ্রিন, টালিগঞ্জের মহাত্মা গান্ধী রোড, জেমস লঙ সরণি ধরে ঠাকুরপুকুরে আসার পথে লক্ষ্য করেছেন ব্রিগেডগামী অন্তত ৫০টি লরি বা বাস। বিজেপি জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ ধ্বণিতে মুখরিত। অবশ্যই প্রতিটি বাস বা লরিতে পতপত করে উড়ছে বিজেপি-র পতাকা।

পশ্চিমবঙ্গ এ রকম উদ্দীপনা আগেও দেখেছে। বাম আমলে সব ছিল লালে লাল। ২০১১-র নির্বাচনের মুখে পালাবদলের সম্ভাবনায় সেই লালের তীব্রতা মার খায়। কিছু পাড়ায় অল্প পরিসরে তৈরি হয় ঘাসফুলের শাখা। কিন্তু আজ এক ঘন্টার রাস্তায় যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা বুঝি ’১১-র রাজনৈতিক পালাবদলের আগের চিত্র স্মরণ করিয়ে দিল।

পথে বহু জায়গায় লাগানো বিজেপি-র পতাকা, ফেস্টুন। কয়েক মাস আগেও এ জিনিস ছিল কল্পনার অতীত! গাড়ির চালক পর্যন্ত বিস্মিত। প্রশ্ন করে বসলেন, “দাদা, এত বিজেপি সমর্থক ছিলেন এই সব অঞ্চলে ? ”

গোটা বৃহত্তর কলকাতার পথ এ দিন ছিল ব্রিগেডমুখী। আগে ক্ষমতায় ছিল না, এখনও নেই এ রকম একটা দলের পক্ষে এই পরিস্থিতি তৈরি রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে রাজ্যের শাসক দলের নেতাকর্মীদের। ব্রিগেডের সমাবেশ দেখে তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ, শঙ্কার মেঘ। চূড়ান্ত পরিণাম জানতে অবশ্য অপেক্ষা করতে হবে ২ মে পর্যন্ত। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ত্বকের বিরক্তিকর সমস্যা স্ক্যাবিস

স্ক্যাবিসের প্রাথমিক এবং অতি পরিচিত উপসর্গ চুলকানি, বিশেষ করে রাতে চুলকানোর প্রকোপ বেড়ে যায়। লাল ক্ষুদ্র ফুসকরি দেখা যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে পরে ত্বক খসখসে বা মাছের আঁশের মতো হতে পারে।

ত্বকের বিরক্তিকর স্ক্যাবিস ঃ স্ক্যাবিস আমাদের ত্বকের একটি অতি সাধারণ সমস্যা। একটু সচেতনতার সঙ্গে চিকিৎসা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। আবার একটু অবহেলার কারণে কিডনি ও হৃদযন্ত্রের জটিলতাসহ বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। স্ক্যাবিস নতুন কোনো রোগ নয় বরং এই সমস্যা প্রায় ২৫ হাজার বছর ধরে মানুষের মাঝে বিস্তৃত হচ্ছে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ কোটি মানুষ প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তারতম্যের কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সে স্ক্যাবিস হতে পারে। তবে সুসংবাদ হল খুব সহজেই এ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব।

কীভাবে স্ক্যাবিস হয় ঃ- আনুবীক্ষণিক এ মথটি খালি চোখে দেখা যেতে পারে। আট পা বিশিষ্ট গোলাকার ক্ষুদ্র এ মথটি ত্বকে লুকিয়ে থাকে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ ধরনের অ্যালারজিক ক্রিয়ার ফলে ত্বক চুলকায় যা অনেক সময় এত বেশি হতে পারে যে, চুলকানোর ফলে রোগী রাতে ঘুম থেকে জেগে যেতে পারে। ঘনিষ্ঠ স্পর্শের মানুষের মধ্যে স্ক্যাবিস ছড়ায়। ছেলেমেয়ে , বন্ধু-বান্ধব অথবা পরিবারের জন্য যে কোনো সদস্য স্ক্যাবিসের উৎস হতে পারে। ঘনবসতিমপূর্ণ জায়গা যেমন শিশু সদন, এতিমখানা, জেলখানা, হাসপাতালে স্ক্যাবিস সহজে ছড়াতে পারে। যাদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে এবং যারা একই বিছানা, পরিধেয় বস্ত্র ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে তাদের মদ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। উষ্ণতা ও গন্ধের প্রতি আকৃষ্ক হয়ে স্ত্রী মথ প্রথমত ত্বকে লুকিয়ে থাকে পরে ডিম পারে এবং বিষ নিঃসরণ করে অ্যালারজিক বিক্রিয়া ঘটায়। লার্ভা বা নতুন মথ ত্বকের উপর দিয়ে চলাফেরা শুরু করে এবং শরীরের গুপ্তস্থানে থেকে পরিণত হয়। নখের আঁচড়ে সৃষ্ট ত্বকের ভাঁজে মথটি ২৪ ঘণ্টা বা এর চেয়ে বেশি দিন বাঁচাতে পারে। যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বিশেষ করে যারা নিয়মিত স্নান করে তারা এক পর প্রথম চুলকানি অনুভব করতে পারে।

রোগের উপসর্গ ঃ- স্ক্যাবিসের প্রাথমিক এবং অতি পরিচিত

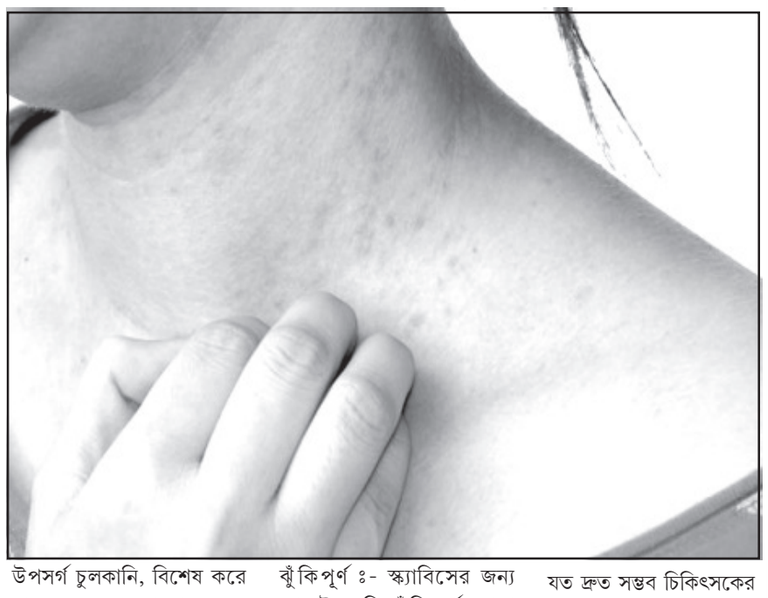

উপসর্গ চুলকানি, বিশেষ করে রাতে চুলকানোর প্রকোপ বেড়ে যায়। লাল ক্ষুদ্র ফুসকারি দেখা যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসসা না হলে পরে ত্বকে খসখসে বা মাছের আঁশের মতো হতে পারে। স্ক্যাবিস সৃষ্টকারী আনুমানিক ০.৪ মিঃমিঃ মথ বা খালি চোখে দৃশ্যমান। স্ক্যাবিস উষ্ণ স্থান পছন্দ করে। এ কারণে নিম্নলিখিত জায়গায় স্ক্যাবিস বেশি দেখ যায়।

শরীরের গুপ্তস্থানে ঃ- আঁটসাট পোশাকের নিচে, দুই আঙুলের ফাঁকে, নখের নিচে, কনুই বা কব্জির উপরে, নিতম্ব বা কোমরের নিচে, স্তন বৃন্তের চারদিকে, পুঃলিঙ্গের উপরে, ঘড়ি, চুড়ি বা আংটির নিচে মথটি লুকিয়ে থাকতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে হাত ও পায়ের তালু, মাথাসহ শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। চুলকানিজনিত কারণে রাতে ঘুম না হওয়ায় শিশুরা ক্লান্ত ও খিটখিটে হয়ে যায়। আঁচড়ের কারণে স্ক্যাবিস আক্রান্ত ত্বকে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ চর্ম বিশেষজ্ঞ মাথা হতে পা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতকার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে রোগটি নির্ণয় করে থাকেন।

কারা স্ক্যাবিসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঃ স্ক্যাবিসের জন্য তারাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। যারা অন্যদের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শে আসে। যেমন শিশু, শিশুদের মা, যৌনকার্য সক্ষম পরিণত নর-নারী।

আশ্রমে বসবাসকারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুদের পায়ের তালুতে স্ক্যাবিস, নাভি ও কোমরের স্ক্যাবিস হয়ে থাকে।

স্ক্যাবিস থেকে মুক্তির উপায় ঃ- ভালো করে সাবান দিয়ে স্নান করার পর শরীর ভালো করে মুছে শুকাতে হবে। এরপর ৫ শতাংশ পারমিথ্রিন ক্রিম হাত ও পায়ের তালু, নখ, কুঁচকিসহ গল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় লাগাতে হবে। এরপর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর আবার সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। এক সপ্তাহ পর আবার একই চিকিৎসা নিতে হবে। পারমিথ্রিন ক্রিমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বক সাময়িক জ্বালাপোড়া করতে পারে। আবার স্ক্যাবিস দ্বারা আক্রান্ত হলে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামশ নিতে হবে।

স্ক্যাবিস চিকিৎসায় আইভারমেক্টিন নামক মুখে খাবার ওষুধ পাওয়া যায়, যা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সেবন করা উচিত। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের এ ওষুধ দেওয়া হয় না।

চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুফল পেতে যা করণীয় ঃ ঝুঁকিপূর্ণ ঃ- স্ক্যাবিসের জন্য তারাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। যারা অন্যদের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শে আসে। যেমন শিশু, শিশুদের মা, যৌনকার্য সক্ষম পরিণত নর-নারী।

আশ্রমে বসবাসকারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুদের পায়ের তালুতে স্ক্যাবিস, নাভি ও কোমরের স্ক্যাবিস হয়ে থাকে।

স্ক্যাবিস থেকে মুক্তির উপায় ঃ- ভালো করে সাবান দিয়ে স্নান করার পর শরীর ভালো করে মুছে শুকাতে হবে। এরপর ৫ শতাংশ পারমিথ্রিন ক্রিম হাত ও পায়ের তালু, নখ, কুঁচকিসহ গল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় লাগাতে হবে। এরপর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর আবার সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। এক সপ্তাহ পর আবার একই চিকিৎসা নিতে হবে। পারমিথ্রিন ক্রিমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বক সাময়িক জ্বালাপোড়া করতে পারে। আবার স্ক্যাবিস দ্বারা আক্রান্ত হলে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামশ নিতে হবে।

স্ক্যাবিস চিকিৎসায় আইভারমেক্টিন নামক মুখে খাবার ওষুধ পাওয়া যায়, যা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সেবন করা উচিত। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের এ ওষুধ দেওয়া হয় না।

চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুফল পেতে যা করণীয় ঃ যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা গ্রহণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা,

পরিবারে আক্রান্ত সবাই একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ করা। আক্রান্ত সবাই একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কখনই চিকিৎসা সম্পন্ন হবে না।

পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে ইস্ত্রি করে পারতে হবে, বিছানা গরম জল দিয়ে ধুয়ে আবার ব্যবহার করতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিয়মিত সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক বা বিছানা ব্যবহার না করা।

সিজারের পর নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব

আমাদের দেশে অনেকেরই একবার সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারি হলে পরবর্তী প্রতিটি প্রেগনেনসিতে সিজার করার দরকার হয়। এমেরিকান প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্টে অনুযায়ী সিজারিয়ান ডেলিভারির পরও ৯০ শতাংশ মায়েরা পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি করানোর জন্য উপযুক্ত থাকেন। এদের মধ্যে ৬০-৮০ শতাংশ মায়ের কোনো সমস্যা ছাড়াই সফলভাবে নরমাল ভেজাইনাল ডেলাভারি সম্ভব হয়। কিন্তু ডেলিভারি ট্রায়াল দেয়ার আগে দেখে নিতে হবে কোন কোন মা এই ডেলিভারির জন্য উপযুক্ত। এজন্য আগে সিজার সম্পর্কে কিছু তথ্য নিতে হবে। যেমন ঃ-

যাদের আগে একটি সিজার হয়েছে, তারাই কেবলমাত্র পরে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দিতে পারবে।

কী কারণে সিজার হয়েছিল? সিজার এমন কিছু কারণে হয়েছিল, যা পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা কম, যেমন বাচ্চার অ্যাবনরমাল পজিশনের কারণে সিজার হলে কিংবা বাচ্চা বা মায়ের কোনো সমস্যা কারণে সিজার হলে যা বর্তমান প্রেগনেন্সিতে অনুপস্থিত।

আগে সিজারের স্থানটি কতখানি মজবুত আছে ঃ এর ক্ষেত্রেই কেবল পরবর্তী সময়ে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেওয়ার সুযোগ থাকে, এ ক্ষেত্রে পূর্বের সেলাই ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ০.৫ থেকে ১.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল সিজারের ক্ষেত্রে সেলাই ফাটার হার ৪ থেকে ৯ শতাংশ। দুই প্রেগনেন্সির মধ্যে অন্তর্ত দুই বছরের গ্যাপ থাকা উচিত, আগের সেলাইয়ের স্থানটি মজবুত হয়। আগের প্রেগনেন্সিতে প্রিভিয়া থাকলে বা সিজারের পর ইনফেকশন হলে সেলাইটের স্থানটি দুর্বল করে ফেলে। যা পরে ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া বর্তমানে প্রেগনেন্সিতে মায়ের অন্য কোনো জটিলতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়ালের জন্য উপযুক্ত ধরা হয় না। বাচ্চার চার কেজির কম থাকা এবং প্রসবের রাস্তা যথেষ্ট প্রশস্ত থাকা ভেজাইনাল ডেলিভারির একটি পূর্ত শর্ত। সবকিছু ঠিক থাকলে এই ডেলিভারির সুবিধা অসুবিধা মা ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। ডেলিভারি এমন হসপিটালে ট্রায়াল দিতে হবে যেখানে ইমারর্জেন্সি সিজার করার দরকার হলে তা দ্রউত এরেঞ্জ করা সম্ভব। বাচ্চা এবং মায়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করাটা এ ক্ষেত্রে জরুরি বিষয়। উন্নত দেশে লেবারের সময় মেশিনের মাধ্যমে বাচ্চাকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়।

২০ থেকে ৫০ ভাগা ক্ষেত্রে ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব হয় না এবং ইমার্জেন্সি সিজারের দরকার হ.য়। এই ডেলিভারির সময় সঠিক মনিটরিং না হলে মা ও বাচ্চার জটিলতার হাত বেড়ে যায়। অপরদিকে সফল ভেজাইনাল ডেলিভারির মাধ্যমে শরীরে বাড়তি অস্ত্রপাচার এড়ানো যায়। শরীরে অস্ত্রোপাচারের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিসুয এডহশন এবং টিসূয ইনজুরির সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং এই ডেলিভারির অস্ত্রোপাচারজনিত সমস্ত রিস্ক থেকে মুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ হাসপাতালে এই প্র্যাকটিসের করা হয় না, এর কারণ দক্ষ লোকবলের অভাব, মা ও বাচ্চার মনটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলটা এবং ভেজাইনাল ডেলিভারিতে মায়েদের অনীহা ও ভীতি।

প্রোটিনের জন্য মটরশুঁটি খান

আপনি আমিষাশী হোন বা নিরামিষ, শরীরের জন্য প্রোটিন মাস্ট। প্রোটিন না পেলে শরীরের দফারফা। কম দামে সেই প্রোটিনের জোগান মেটাতে ২ টুকরো মাছ বা ৩ টুকরো মাংসের বদলে খান একবাটি মটরশুঁটি। এমনটাই বলছেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি খাবারের স্বাদ বাড়াতে মটরশুঁটির তুলনা নেই। বিভিন্ন রান্না ও স্যালাডে মটরশুঁটির প্রচুর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন কমাতে মটরশুঁটির তুলনা নেই। বিভিন্ন রান্না ও স্যালাডে মটরশুঁটির প্রচুর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন কমাতে মটরশুঁটি তুলনা নেই। এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, পাকস্থলীর ক্যান্সারে দারুন উপকারী। বয়স ধরে রাখতে, স্কিনে জেল্লা বাড়াতে সুগার কমাতে ক্যান্সারে দারুণ উপকারী। বয়স ধরে রাখতে, স্কিনে জেল্লা বাড়াতে সুগার কমাতে মোটরশুঁটির জুড়ি মেলা ভার। চুল পড়া আটকাতে, চোখের দৃষ্টি টানটান রাখতে, হজমশক্তি বাড়াতে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য মটরশুঁটি খুব উপকারী। অ্যালাঝাইমার্স ও আথ্র্যাইটিস রোধেও মটরশুঁটি খুবই উপকারি।

টেনশন কমানোর মূল খাদ্যপ্রাণালী

যে কোনও সময় জীবনে উঁচি দিতে পারে হতাশা। বা ডিপ্রেশন। সে জন্য যে আপনাকে জীবনে ব্যর্থ হতে হবে তা নয়, সফল, স্বচ্ছন্দ জীবনেও ডিপ্রেশন দেখা দিতে পারে। দীপিকা পাড়ুকনের কথাই ধরুন। তিনি নিজে জানিয়েছেন, একটা সময়ে ডিপ্রেশনের জন্য ওষুধ খেতে হয়েছিল। কখনও লেখাপড়া, কখনও কাজের চাপ, আবার কখনও প্রেমে ধোঁকা খাওয়া, নানা কারণে হতে পারে ডিপ্রেশন। তাই উত্তেজনা কমান, খান এমন কিছু খাবার যা এই সময়ে আপনাকে সাহায্য করবে।

হলুদ আর পাতিলেবু ঃ এক গবেষণা বলছে, ক্যান্সার ও অ্যালজাইমারে মত ডিপ্রেশন কাটিয়ে উঠতেও হলুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে অ্যান্টি ডিপ্রেস্যান্ট মৌল রয়েছে যাা হতাশা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

ওটমিল ঃ ওটমিলে থাকা কার্বোহাইড্রেট শরীরে সেরোটিন তৈরি করে। সেরোটিন মন ভাল করতে সাহায্য করে, শান্তি এনে দেয়।

আখরোট ঃ আমাদের মস্তিষ্কে ফ্যাটের পরিমাণ ৮০ শতাংশ। আখরোট মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই ফল মন ভাল করে, এর মধ্যে থাকা ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের কাজে সাহায্য করে।

ফলমূল ঃ ফলে প্রচুর ভিটামিন ঃ ফাইবার, আয়রন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট- কী নেই। ডায়াবিটিসের রোগীদের রোজ ফল খাওয়া উচিত, এতে তাদের জি আই কম হয়। ফলে থাকা ভিটামিন ও মিনারেল শরীরে পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

চকোলেট ঃ মানসিক চাপ কমাতে চকোলেটের বিকল্প নেই। বিশেষ করে ডার্ক চকোলেট। এর মধ্যে থাকা ফিনাইলেথাইলামাইন মস্তিষ্ককে শান্ত রাখে।

পেঁয়াজ ঃ পেঁয়াজের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত কোষের মেরামত সাহায্য করে। মন ভাল করতেও।

কেশর ঃ কেশর বহু মানসিক রোগ ও ডিস অর্ডারের ওষুধ। ডায়েট কেশব রাখুন, কমবে ডিপ্রেশন।

ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল ঃ প্রাকৃতিক এসেনশিয়াল অয়েলও ডিপ্রেশন কাটাতে সাহায্য রে। যেমন ল্যাভেন্ডার। ৭-৮ ফোঁটা তেল মাথায় মালিশ করুন। মিষ্টি গন্ধে ডিপ্রেশন কেটে যাবে। হবে ভাল ঘুম।

সবুজ শাকসব্জি ঃ পালংশাক, মেথিশাক বেশি করে খান। কোষকে এরা রোগমুক্ত করে, মেরামত করে মস্তিষ্ককে।

জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার ঃ জিঙ্গ মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। রক্তে জিঙ্কের পরিমাণ কমে গেলে চিন্তা, মানসিক চাপ ও ডিপ্রেশন বেড়ে যায়। অতএব ডায়েট রাখুন পালংশাক, অ্যাভোকোড়া, মাংস, ডিম, কাবুলি চানা ও বাদামের মত জিঙ্গ সমৃদ্ধ খাবারদাবার।

অতিরিক্ত দূষণে কীভাবে সুস্থ রাখবেন নিজের ত্বককে

বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা বাড়ির বাইরে থাকতে হয়, তাঁদের এই দূষিত পরিবেশে নিজের শরীর সুস্থ এবং ফিট রাখা অনেকটাই চ্যালেঞ্জের মতোই। কারণ প্রতিদিন বাড়ি ফিরে হোক অথবা অফিসে, নিজের স্বাস্থ্যের উপর একটু নজর না দিলে ধোঁয়া, ধুলো রোদ আর বাইরের দূষণে আরও জেরবার হয়ে পড়বে আপনার ত্বক। তাইতো পরিবেশেসর ক্রমাগত এই দূষণের বাড়বাড়ন্ত থেকে নিজের এবং পরিবারের সকলের ত্বক সুস্থ রাখতে অবশ্যই মেনে চলুন কিছু স্বাস্থ্য টিপস। যা মেনে চললে আপনি থাকবেন পুরো ফিট।

সম্প্রতি দিল্লিতে যেভাবে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়েছে তাতে সবারই উচিত, নিজের ত্বকের উপর একটু যত্ন নেওয়া। আর আপনি যদি দিল্লির বাসিন্দা হন তাহলে তো কোনও কথাই নেই। একটু সময় হাতে নিয়ে নিজের ত্বকের যত্ন নিন। উপকার টের পাবেন শীঘ্রই। রোজকার দূষণের হাত থেকে বাঁচতে অবশ্যই মেনে চলুন এই স্বাস্থ্য টিপসগুলি।

১) বাইরে বেড়নোর আগে অবশ্যই ভালো করে মুখমণ্ডল ঢেকে বেরোন। যেভাবে দিনের পর দিন বাতাসে দূষণের মাত্রা বাড়ছে তাতে বাইরে কোনও কাজে বেরলে অবশ্যই মুখে স্কার্ফ জড়িয়ে নিন। তাহলে সরাসরি বাইরের ধুলো এবং ধোঁয়া আপনার মুখে এসে লাগবে না। ফলে মুখ থাকবে ফ্রেস এবং উজ্জ্বল। এছাড়াও যতটা সম্ভব বাইরে বেরিয়ে মাস্ক ব্যবহার করুন। এতে আপনার ফুসফুসও ভালো থাকবে।

২) বাইরে থেকে এসে ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে এসে অবশ্যই ভালো করে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে কোনও ফেসওয়াশ ব্যবহারও করতে পারেন যাতে মুখের নোংরাগুলো ভালা করে উঠে যায়। এছাড়াও প্রতিদিন অন্তত দুবার ভালো পরিষ্কার জল দিয়ে মুখ ধোঁয়া উচিত। পাশাপাশি রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই ভালো করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এবং তারপরে কোনও ময়েশ্চরার দিয়ে ভালো করে মুখে ম্যাসাজ করে নিন।

৩) পরিষ্কার জল পান করুন। ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত তিন থেকে চার লিটার পরিষ্কার জল পান করা উচিত। জল হজম ঠিক রাখে ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। সবসময় বাইরে বেরোনোর আগে এক বোতল পরিষ্কার জল আপনার সঙ্গে রাখা উচিত। এছাড়াও নিয়মিতভাবে ত্বএকর পুষ্টির জন্য আলাদাভাবে একটু যত্ননিনষ। দেখবেন এই ধোঁয়া ধুলো পরিবেশে আপনার ত্বক কেমন ফ্রেস থাকে।

ডায়াবেটিসে উপকারী ঢ্যাঁড়শ

প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওষুধ শরীরচর্চা এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রমে থাকে বটে, কিন্তু তা কোনওভাবেই পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। ফলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। তবে ইনসুলিন ইনজেকশন না নিয়েও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রতিদিন তিনটি ঢ্যাড়শ কমাতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। জেনে নিন কীভাবে ঃ

তিনটি ঢ্যাড়শ নিয়ে জলে সেগুলি ভালকরে ধুয়ে নিন। এরপর ঢ্যাড়শগুলির ডগার অংশ এবং বৃন্তের অংশ বাদ দিয়ে দিন। এ বার ঢ্যাড়শগুলি লম্বা লম্বা করে চিরে দিয়ে সারা রাতা এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুনন। সকালে উঠে এই ঢ্যাড়শ ভেজানো জল খেয়ে নিন। রক্তে সুগারের মাত্রা ঠিক কতটা কমল, তা হাতেনাতে প্রমাণ পেতে এই জল খাওয়ার আগে এবং জল খাওয়ার ২ ঘণ্টার পরে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করুন। তফাৎটা নিজেই দেখতে পাবেন। পাশাপাশি ডায়াবেটিসে ক্ষতিকারক খাবার ও অভ্যাসগুলি ত্যাগ করুন। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং সুস্থ থাকুন।

স্বস্তিকার অভিনয় নজর কেড়েছে

পরিচালক কমলেশ্বর মুখার্জী মানেই নতুন চমক। আর যদি তাতে যোগ হয় স্বস্তিকা মুখার্জি এবং অনন্যা চ্যাটার্জির নাম তাহলে তো কোন কথাই নেই। যে তিনজনের নাম বললাম, এনারা সবাই তাদের কাজ দিয়ে প্রমাণ প্রমাণ করেছেন কনটেন্ট ইজ দ্যা কিং।হইচই এর আসন্ন অরিজিনাল সিরিজ 'মোহমায়া' সেরকম এক গল্প।আলো আঁধারি,রহস্য আর তার সাথেই আছে সম্পর্কের সুতো। যা খুব নিপুণভাবে ছোট টিজার এর মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে পরিচালক। অতি স্বল্প ডায়লগ ও অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে তৈরী এই সিরিজের টিজার কৌতহল উদ্রেক করে মনে। কোথাও একটা দুই প্রজন্ম যেন এক হয়ে যায়। স্বস্তিকা মুখার্জি এবং অনন্যা চ্যাটার্জীর অভিনয় তো আছেই ,তাছাড়া এই সিরিজের ক্যামেরার কাজও প্রশংসনীয়।অতীতের মায়ার বাঁধন আর মোহ দুই এক হয়ে যাচ্ছে এই গল্পে। অভিনয়ে দাপুটে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও জাতীয় পুরষ্কার বিজয়ী অনন্যা চ্যাটার্জি। তার সাথে আছে নবাগত বিপুল পাত্র। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রতিটি প্রকল্পের সাথে আমি আমার শ্রোতাদের আলাদা কিছু উপহার দিতে চাই। মোহমায়া এমন একটি গল্প যা আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অন্যদিকে মোহমায়া, অনন্যা চ্যাটার্জির প্রথম ওয়েব সিরিজ। তার কথায় এই ওয়েব সিরিজ নিয়ে তিনি যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত এবং এই গল্প মানুষকে আকৃষ্ট করবেই।

উত্তাল মায়ানমার থেকে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে মানুষ

আইজল, ৭ মার্চ (হি.স.) : সেনা অভ্যুত্থান হওয়া মায়ানমারে গণতন্ত্রের দাবিতে উত্তাল জনগণকে থামাতে চরম নিপীড়ন চালাচ্ছে সেনাশাসকরা। নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে এপর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৪০ জন গণতন্ত্রকামীর। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন ৫০ জনেরও বেশি মায়ানমারের নাগরিক। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও রয়েছেন। মায়ানমারে নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালিয়ে এর বিবেক দংশনে ভুগছেন।

সূত্রের খবর, মার্চের ৩ তারিখ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামের চামফাই ও সেরচিপ জেলায় অন্তত ৫০ জন মায়ানমারের নাগরিক আশ্রয় নিয়েছেন। সেরচিপ জেলার ডেপুটি কমিশনার কুমার অভিষেক জানিয়েছেন, আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে পড়শি দেশটির পুলিশকর্মীরা রয়েছেন কি না, তা এখনই নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। করোনা টেস্ট করার পর তাঁদের আপাতত একটি শিবিরে রাখা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির কথা জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে নির্দেশ এলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানান তিনি। চামপাই জেলার ডেপুটি কমিশনার মারিয়া সিটি জুয়ালি জানিয়েছেন, তাঁর জেলাতেই মায়ানমার থেকে কয়েকজন শরণার্থী প্রবেশ করেছেন। বলে রাখা ভাল, বার্মিজ শরণার্থীদের অধিকাংশ 'চিন' উপজাতির। ভারতের মিজোদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। গতমাসে বার্মিজ শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার দাবি জানিয়ে সরকারের কাছে আরজি জানিয়েছিল মিজো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

উনি যতবার উত্তরবঙ্গে যাবেন, তত তৃণমূলের আসন কমবে , তৃণমূলনেত্রীকে তোপ টিগ্গার

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতবার উত্তরবঙ্গে যাবেন, তত তৃণমূলের আসন কমবে।'' রবিবার ব্রিগেড ময়দানে এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র পরিষদীয় দলনেতা মনোজ টিগ্গা। একই দিনে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সভা আর উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা। কোথায় কতটা প্রভাব পড়বে? এই প্রশ্নের উত্তরে মনোজ টিগ্গা কটাক্ষ করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন।

বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, ''এটাই সবচেয়ে বড় ব্রিগেড। চোর তৃণমূল সরকার রাজ্যে ৯৫ হাজার কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলায় শিল্প বলে কিছু নেই।'' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করে অর্জুনবাবু বলেন, ভোটের ফল ঘোষণার আগে পিসি-ভাইপো ব্যাংককে পালাবেন। একই দাবি বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়েরও। তাঁর কথায়, ''বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের ব্রিগডে দিদিমণির সহযোগিতায় লোক এসেছিল। ২০২১ সালেই হবে সোনার বাংলা, আমরা লড়ব, আমরাই জিতব।''

মোদী এসে পৌঁছনোর আগে বক্তৃতা করেন রাহুল সিনহা, সায়ন্তন বসু, লকেট চট্টোপাধ্যায়, শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারীও। ব্রিগেডে অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র, অঞ্জনা বসু, শ্রাবন্তী, যশ, রুদ্রনীল-সহ বিজেপির টলি ব্রিগেডও হাজির হন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্রিগেডের দিনেই বড় জয় বিজেপির, সরছেন ফিরহাদরা

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে ব্রিগেডে মোদী আগমনের আগেই বাংলায় বড় জয়ের মুখে দেখল বিজেপি। কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক পদ থেকে সরে যাচ্ছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তিনিই নন, কলকাতা পুরনিগমের কোনও কাউন্সিলরই আর এখন থেকে ওয়ার্ড সমন্বয়কারী অর্থাৎ কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। তাঁরা পাবেন না সরকারি গাড়ি বা অন্য কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা।

একই সঙ্গে পুরপ্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন অতীন ঘোষ, দেবাশিস কুমার, দেবব্রত মজুমদারও। ওঁরা তিন জনই আগামী নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন। আর এই সরে যাওয়া বা ইস্তফাকেই নিজেদের বড় জয় হিসাবে দেখছে গেরুয়া শিবির। ব্রিগেডের দিনেই এই সাফল্য আসায় বাংলার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী পদ্মশিবির।

ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের পুরমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পদের দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে আগে থেকেই বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। সেই সময় থেকেই এই নিয়ে বিজেপি আপত্তি জানাতে শুরু করে। এরপরে লকডাউনের মুখে কলকাতা পুরনিগম সহ রাজ্যের শতাধিক পুরসভায় নির্বাচন ঘোষণা করেও ভোট নেওয়ার জায়গা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে প্রতিটি পুরসভাতেই বসাতে হয় পুরপ্রশাসক। কলকাতায় প্রধান প্রশাসক করা হয় ফিরহাদ হাকিমকেই।

শুরু হয় বিজেপির বিরোধিতা করার পালা। রীতিমত কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ মায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত একের পর এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে বিজেপি। কিন্তু কোনও মামলাতেই তাঁরা বিশেষ কোনও সুবিধা করে উঠতে পারেননি। কোনও আদালতই ফিরহাদকে সরাবার কোনও নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ঘোষিত হতেই বিজেপির পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়, ফিরহাদ সহ কলকাতা পুরনিগমের অনান্য কাউন্সিলররা সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করে চলেছেন পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য ও ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর হিসাবে। একই অবস্থা রাজ্যের শতাধিক পুরসভাতেও।

বিজেপির এই আপত্তির বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে ব্যাখা চেয়ে পাঠায়। এতে চাপে পড়ে তৃণমূল। তাই সেই ব্যাখা দেওয়ার আগেই এবার সরে যাচ্ছেন ফিরহাদ। তিনি শুধু কলকাতা পুরনিগমের প্রধান প্রশাসক থেকেই ইস্তফা দিচ্ছেন না, একই সঙ্গে ইস্তফা দিচ্ছেন রাজ্য যোজনা ও পরিকল্পনা কমিটি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মিশন কমিটি থেকে, কেবল টিভির নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান এবং মহাজাতি সদনের অছি পরিষদ থেকে। সেই সঙ্গে ইস্তফা দিচ্ছেন মেটিয়াবুরুজের হরিমোহন ঘোষ কলেজ ও খিদিরপুর কলেজের পরিচালন সমিতি থেকেও।

রাজ্যের অনান্য পুরসভাগুলিতেও সব প্রশাসকেরা ইস্তফা দিচ্ছেন বা রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের ইস্তফা দিতে বলা হচ্ছে। আর এই পদক্ষেপকেই বিজেপি নিজেদের নৈতিক জয় হিসাবেই দেখছে।

বাংলায় তৃণমূল ফিরে এলে কাশ্মীরে পরিণত হবে, ব্রিগেডে আশঙ্কা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : ''বাংলায় তৃণমূল ফিরে এলে বাংলা কাশ্মীরে পরিণত হবে। কাশ্মীরের পণ্ডিতদের মতোই অবস্থা হবে আমাদের।'' রবিবার কলকাতায় বিজেপির ডাকা ব্রিগেডের মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারী এই মন্তব্য করেন। গত শনিবার বেহালায় দাঁড়িয়ে এই একই কথা বলেছিলেন তিনি। এতে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা টুইট করে কটাক্ষ করেন শুভেন্দুকে। কিন্তু ফের একই কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিনের ব্রিগেডের সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু জানিয়েছেন, ''কাটমানি, সিন্ডিকেট রাজত্ব এবং তোলাবাজির জন্যই আজ পিছিয়ে বাংলা। এ সব উপড়ে ফেলতে না পারলে বাংলা আরও পিছিয়ে যাব। তৃমমূলে ২১ বছর ছিলাম। এখন আর তৃণমূল কোনও দল নয়, বরং প্রাইভেট কোম্পানি হয়ে গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তোলাবাজ ভাইপোই তার হর্তাকর্তা।

শুভেন্দুবাবু বলেন, ''মাননীয়া বুদ্ধি কিনেছেন ৫০০ কোটি টাকা দিয়ে। প্রথমে তারা 'দিদিকে বলো' চালু করল। এখন সেই ফোন বন্ধ। তারপর বিমানবন্দর থেকে 'বাংলার গর্ব মমতা' পোস্টারে ঢেকে দিল। কিন্তু মমতা কেন বাংলার গর্ব হবেন? কেন বিদ্যাসাগর, নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, শ্রী চৈতন্য, গুরুচাঁদ-হরিচাঁদ ঠাকুর, অনুকুল ঠাকুর বাংলার গর্ব হতে পারেন না? বিবেকানন্দও হারিয়ে গেল।''

শুভেন্দুবাবু এদিনের সভায় মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিতি নিয়ে জানান, ''বাংলার আগামী প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাক, কৃতী মানুষ হিসেবে তা চান না মিঠুনদা। তাই আজ এখানে ছুটে এসেছেন তিনি।'' পাশাপাশি তৃণমূলের বিভিন্ন প্রকল্পের ও প্রচারকে খোঁচা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, ''দিদির দূত' নিয়ে ঘুরল তোলাবাজ ভাইপো। এখন বলছেন 'বাংলার মেয়ে'। আপনাকে বাংলার মানুষ ঘরের মেয়ে মনে করেন না। আপনি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গাদের ফুফু। সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দিতে বলছেন পীরসাহেব আব্বাস সিদ্দিকি। আজ এখানে যাঁদের দেখছেন তাঁরা সকলেই নির্বাচিত প্রতিনিধি। তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস এখনও তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে।''

এছাড়াও নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গোহারার হারানোর দাবিও জানান বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রবিবারের ব্রিগেডে এসে মন ভরে গেল ওঁদের

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি. স.) : পানিহাটির বলাই শীল। কাঠের কাজ করে সংসার চলে তাঁর। আর দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি কর্মী প্রতীক পাণ্ডে। ব্রিগেডের লক্ষ লক্ষ সমবেতর মধ্যে এই দুজনের মিল একটাই কাছ থেকে দেখবেন নরেন্দ্র মোদীকে। টানটান নিরাপত্তার মধ্যেও স্বস্তির দূরত্ব থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দেখে ওঁরা তৃপ্ত।

শনিবার দুপুরেই পানিহাটি থেকে চলে এসেছেন বলাইবাবু। তিনি বলেন, ''রবিবার এলে সামনে জায়গা পেতাম না। ওই পিছন দিকেই বসতে হত। ওখান থেকে মোদীকে দেখা যাবে না। মোদীকে সামনে থেকে দেখতে শনিবারই চলে এসেছি। রবিবার সভা শেষ করে ফিরব।'' প্রতীকবাবুও চলে এসেছিলেন রবিবার সাতসকালে। ভিড়ে করোনার সংক্রমণের শঙ্কার ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য, ''দূরত্ব-বিধি নিয়ে ভাবছি না। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমেছি। গায়ে গা লাগলেও সমস্যা নেই।''

সভা ঘিরে বলাই শীল আর প্রতীক পাণ্ডের মত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। মিঠুন চক্রবর্তী যখন বললেন, ''আজকের দিনটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, জীবনে কিছু একটা করব। কিন্তু এমনটা ঘটবে। আমি ভাবিনি। এতবড় নেতা, নরেন্দ্র মোদির মতো একজন নেতার সঙ্গে এখানে আসতে পেরেছি। এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কী?'' হর্ষে ভরে ওঠে গোটা ব্রিগেড।

মিঠুনের বক্তৃতা রাখার সময়ই প্রবল উৎসাহী জনতা তাঁর উদ্দেশে সিনেমার ডায়লগ শোনার আবদার জুড়ে দেয়। আর তখনই নিজের বিখ্যাত সেই ডায়লগ ''মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে'' উচ্চারণ করে রীতিমতো ঝড় তোলেন ব্রিগেডের মাঠে। এর পরই মিঠুনের সংযোজন, ''এই ডায়লগটা চলবে। আরেকটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি, আমি জলঢোড়াও নই, বেলেবোড়াও নই, আমি কোবরা, আমি জাত গোখড়ো, এক ছোবলেই ছবি। আমি সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকব।''

আগের বারের মতো 'পদ্ম জনতার' জন্য মাথার উপরে কোনও ছাউনির ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তার বদলে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া অংশের মুখে মুখে লাগানো হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের কাট-আউট। পাশাপাশি, পুরো মাঠে থাকছে একাধিক ছোট ছোট জায়ান্ট স্ক্রিন। এ ছাড়া, মঞ্চের ডান দিকে রাখা হয়েছে বিরাট মাপের জায়ান্ট স্ক্রিন। মোদীর রবিবারের সভার জন্য তৈরি হয়েছে ১৩২ ফুটের মঞ্চ। মঞ্চের পিছনেও থাকছে জায়ান্ট স্ক্রিন। করোনার সতর্কতা হভায় কতটা নেওয়া গিয়েছে? এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিংহের বক্তব্য, ''সভার সব বন্দোবস্ত ভেবে-চিন্তে করা হয়েছে। বাংলায় তৃণমূলের থেকে বড় ভাইরাস আর কিছু নেই।''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

''তৃণমূলকে আর কেউ ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে না'': কটাক্ষ শমীকের

কলকাতা,৭ মার্চ (হি স): নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। আর তারই মাঝে রবিবার ব্রিগেডের ডাক দিল বিজেপি। ব্রিগেড ময়দান থেকে ''তৃণমূলকে আর কেউ ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে না'' কটাক্ষ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যর। ব্রিগেড ময়দান থেকে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, '' আজকের ব্রিগেড মানুষ জনপ্লাবনে ভরিয়ে দিয়েছেন। আজ মানুষ প্রতিবাদের জন্যই এসেছেন। আজ ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা। তৃণমূল কংগ্রেস গোটা কলকাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে ভরিয়ে দিয়েছেন। একদিনে নতুন পরিবর্তনের সূচনা আর অন্যদিকে ফেয়ারওয়েল। তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূলকে আর কেউ ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে না ''।

''বাংলা নয়, পরিবর্তন হবে দিল্লিতে'': হুংকার মমতার

কলকাতা,৭ মার্চ (হি. স.): একদিকে মোদী অপরদিকে মমতা। রবিবার জমজমাট মোদির ব্রিগেড বনাম মমতার পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে। নজরে নির্বাচন,নির্বাচনের আগে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। একদিকে যখন মোদী বিজেপির ব্রিগেড বক্তব্য রাখছিল ঠিক সেই একই সময়ে জ্বালানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে সিলিন্ডার হাতে পথে নামল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই ''বাংলা নয়, পরিবর্তন হবে দিল্লিতে'' শিলিগুড়ি থেকে হুংকার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''বাংলায় পরিবর্তন হবে না। বাংলায় তৃণমূল সরকারই থাকবে। পরিবর্তন হবে তো দিল্লিতে। আপনারা ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন। ৫ রাজ্যে ভোট হবে। ৫ রাজ্যে ৫টা ছক্কা খাবেন। কেরল, তামিলনাড়ু, অসম, বাংলা সব জায়গায় হারবেন। সবচেয়ে বড় তোলাবাজ। সেইল, রেল, এয়ার ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া এসব বিক্রি করে কত টাকা তোলা আদায় করেছেন। মোদি, আপনি তো বাংলায় কোনও কাজ করতে আসেন না। কুৎসা করতে আসেন। সে যাই করুন, আমাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আজ প্রচার করার আগে জবাব দিন, পেট্রোপণ্যের দাম এত বাড়ল কেন? গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়লে সবচেয়ে বেশি সমসায় পড়েন বাড়ির মহিলারা। আমরা চাল দিই বিনা পয়সায় আর সেই চাল ফোটাতে গেলে ৯০০ টাকা দিয়ে গ্যাস কিনতে হচ্ছে''।

ব্রিগেড থেকে সোনার বাংলা গড়ার ডাক দিলেন লকেট

কলকাতা,৭ মার্চ(হি স): শহর আজ মুখরিত বিজেপির ব্রিগেডকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যেই বিজেপির ব্রিগেডে এসে পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বিগ্রেডের ময়দান থেকে ''সোনার বাংলা'' গড়ার ডাক দেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

বিজেপির বিগ্রেডের ময়দান থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, ''বাংলার মেয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য এত টাকা কোথা থেকে আসে। বিজ্ঞাপনে ১৫ কোটি, দিদির পায়ে হাওয়াই চটি। সিন্ডিকেট-কাটমানির টাকা গিয়েছে এক জায়গাতেই। ব্রিগেডে মানুষের সুনামি আসছে। আগের ব্রিগেডে দিদিমণির সহযোগিতায় লোক এসেছিল। ৩৪ বছরে কিছু করতে পারেনি বাম-কংগ্রেস। ২০২১-এ সোনার বাংলা, আমরা লড়ব, জিতব''।

হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

ট্রেন থেকে বাস চরে ব্রিগেড ময়দানে হাজির হচ্ছে সমর্থকরা

কলকাতা,৭ মার্চ (হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। আর নির্বাচনের আগেই শহরে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিগেড ময়দানে পৌঁছাবেন মোদী। তারই মাঝে শহর জুড়ে সাজো সাজো রব। রবিবার ছুটির বেলায় ট্রেন থেকে বাস চরে ব্রিগেড ময়দানে হাজির হচ্ছে একগুচ্ছ সমর্থকরা। রবিবার ১১টা ২০ মিনিটে দিল্লি থেকে বিমানে রওনা হন নরেন্দ্র মোদি। এরপর কলকাতা বিমানবন্দরে ১টা ২০ মিনিটে পৌঁছান তিনি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিগেড ময়দানে পৌঁছে যাবেন মোদী। ইতিমধ্যেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আর বিজেপির ব্রিগেডে যোগ দিতে কাতারে কাতারে মানুষ ট্রেনে বাসে চেপে আছে কলকাতায়। রবিবার ছুটির বেলায় বিজেপির ব্রিগেডকে কেন্দ্র করে একেবারে রঙিন শহর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলায় ইউনিটি গ্যাস্ট্রো কেয়ার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রক্তদান শিবিরে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

প্রত্যয়ী নরেন্দ্র মোদী

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হবে। একটি নতুন সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যাবে। দেশের মতই আগামী ২৫ বছর বাংলার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ৫ বছরের বিকাশ ২৫ বছরের সোপান তৈরি করবে। ২৫ বছর পর দেশ যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করবে তখন বাংলাই আবার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলায় জীবনযাপনের জন্য সব রসদ মজবুত।

কলকাতা হল সিটি অফ জয়। এখানে ভবিষ্যতের অনেক সম্ভবনা। কলকাতার ঐতিহ্য ধরে রেখে সিটি অফ ফিউচার বানানো সব। কিছুদিন আগেই একটি লিস্ট বেরিয়েছে উন্নত শহরের। এখানের মানুষের ইচ্ছে সেই লিস্টে কলকাতার নাম থাকবে। তার জন্য যা করা দরকার আমরা করব। কলকাতার মেট্রো দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করছে। এখানে ডাবল ইঞ্জিন এলে। এখানে কমিশন এর জন্য কলকাতা বন্দরের কাজ থমকে আছে। স্মার্ট সিটি প্রজেক্টের নতুন দিশা হবে, নতুন ফ্লাইওভার, থমকে থাকা ফ্লাইওভার গুলি দ্রুত শেষ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর হবে। স্বনিধি যোজনার লাভ পাবেন মানুষ। কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে বাকি শহরগুলোতে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। ফুড প্রসেসিং উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। কৃষক থেকে মৎস্যজীবী সবার উপকার হবে। আসল পরিবর্তনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, নগর নিগম ঠিক করা হবে। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে পুনরায় মজবুত করা হবে। পুলিশ প্রশাসনের উপর মানুষের বিশ্বাস হয় সেই পরিবেশ আমরা করব। স্কিল ডেভলপমেন্ট এর প্রকল্প কে ধ্যান দেওয়া হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি পড়ায় বাংলা ভাষায় জোর দেওয়া হবে। গরিব ঘরের সন্তানও যাতে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারে সেটার ব্যবস্থা করা হবে। শুধু ক্ষমতায় পরিবর্তন নয়। বিকাশ কেন্দ্রীক রাজনীতি হবে। তাই জন্য আসল পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তনে বাংলার মানুষকে মনে রাখতে হবে কিভাবে তাঁদের ঠকানো হয়েছে। স্বাধীনতার পর কিছুদিন কাজ হয়েছিল। কিন্তু তারপর বাংলায় ভোটের রাজনীতি হয়েছে।

কংগ্রেসের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও এই স্লোগান দিয়ে বাম ক্ষমতায় এসেছে। আজ আমি জিজ্ঞেস করতে চাই সেই হাত আজ হাত সাদা কিকরে হয়ে গেল। যে হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতেন সেই হাত ধরেছে। মমতা দিদি মা মাটি মানুষের স্লোগান দিয়েছেন। বাংলার মানুষ যে আশা করেছিলেন সেই পরিবর্তন আসেনি। শ্রমিক, কৃষকদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। গরিব আরো গরিব হোক এইটাই হয়েছে। এখানে হাসপাতালে, স্কুলে, বেকারদের জীবনে, খুন খারাপের রাজনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আজ বাংলায় মা মাটি মানুষের যা পরিস্থিতি তা আপনারা জানেন। মায়েদের উপর হামলা হচ্ছে। ৮০ বছরের মায়ের উপর যে হামলা হয়েছে গোটা দেশ দেখেছে। বাংলায় খুব কম মা, মেয়ে আছেন যাঁরা কাঁদেন নি।

আমি যে শব্দ বলব সেটা আপনাদেরও বলতে হবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। বলবেন আপনারা? আপনাদের বলতে হবে আর নয় অন্যায়। ভ্রষ্টাচার, তোলাবাজি, কর্মহীনতা, তুষ্টিকরন, অন্যায়, আর নয় অন্যায়। শুনলেন দিদি? এটা বাংলা, বাঙালির আওয়াজ। আজ আপনাকে একটাই প্রশ্ন করছে দশ বছর পরে তাঁরা আপনাকে দিদির ভূমিকায় নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু আপনি নিজেকে একজন ভাইপোর পিসির রূপে কেন নিজেকে সীমাবদ্ধ করলেন?

বাংলার লক্ষ লক্ষ ভাইপো ভাইঝির জন্য না ভেবে একজনের লোভের কথা ভাবলেন। এত অন্যায় করার পর নতুন স্লোগান দিচ্ছেন। আপনি শুধু বাংলার নয় পুরো দেশের মেয়ে। আপনি স্কুটিতে শওয়ার হলেন। আপনি ভাগ্গিস পড়ে যাননি। নাহলে স্কুটি যে রাজ্যে হয়েছে সেই রাজ্যকে নিজের শত্রু বানিয়ে নিতেন। আপনার স্কুটি ভবানীপুরের বদলে নন্দীগ্রামের দিকে যাচ্ছে। স্কুটি নন্দীগ্রামে পড়বে। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের একদিন পূর্বে আমি পশ্চিম বঙ্গের মাটিকে প্রণাম করতে এসেছি।

এই মাটি মা সারদা, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, রানী রাসমনির মাটি। আমাদের যোজনায় মহিলাদের প্রাধান্য। বাড়িও মহিলাদের নামে। ৪ কোটির বেশি জনধন একাউন্ট মহিলাদের নামে। মুদ্রা লোনের ৭৫ হলেন মহিলা। বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ করোনাকালে মানুষের উপকারে লেগেছে। সব ঘরে জল পৌঁছানোর প্রকল্প শুরু হয়েছে। তৃনমূল বলল এখানে জলের প্রাচুর্য আছে। এখানে জল জীবন মিশনের দরকার আছে। এখনো দেড় কোটি বেশি বাড়িতে জল নেই। অনেক জেলায় আর্সেনিক যুক্ত জল খেয়ে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে।

গরিবদের জন্য ভাবা কি আমাদের কাজ নয়? তাতেও রাজনীতি? প্রত্যেক ঘরে জল পৌঁছানোর জন্য যে টাকা তা অর্ধেকের বেশি খরচ করতে পারেনি। বলুন তৃনমূল অপরাধী নয় কি না? এদের শাস্তি পাওয়া উচিত কিনা? দিদি যেন জিদ ধরে বসে আছেন না কাজ করব, না করতে দেব। আপনারা বলুন এরকম সরকারকে আপনারা উৎখাত করবেন কিনা। আমরা যা বলি তা সময় সীমার মধ্যে করে দেওয়ার চেষ্টা করি। বিরোধীরা বলেন যে আমি আমার বন্ধুদের জন্য কাজ করি। আমাদের চারপাশের মানুষ যাঁদের সঙ্গে আমরা বড় হই তারাই আমাদের বন্ধু। আমি নিজেও গরিব পরিবেশে বড় হয়েছি। আমি তাঁদের অনুভূতি বুঝি। তাই তাঁরা আমার বন্ধু। আমি এদের জন্য করি ।আর করব।

৯০ লক্ষ গ্যাস কানেসকসন, ৭ লক্ষ বিদ্যুৎ, দলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যোজনা, চা বাগানে কাজ করে যাঁরা তাদের সঙ্গে আমার অন্য রকম সম্পর্ক। চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সোশ্যাল সিকিউরিটি প্রকল্প হয়েছে। ১০০০ কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ। কারন এঁরাই আমার বন্ধু। করোনায় সবার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। কিন্তু গরিবদের বেশি কষ্ট হয়েছে। আমি ফ্রিতে রেশন, গ্যাস, টাকা দিয়েছি।ফ্রিতে ভ্যাকসিনের অঙ্গীকার দিয়েছি। ১৩০ কোটি আমার বন্ধু। এঁরাই আমার বন্ধু।

আমি আমার কোটি কোটি বাংলার বন্ধুদের জন্য আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে সুবিধা দিতে চাই। এখন আপনারা বলুন বন্ধুত্ব চলবে নাকি তোলাবাজি। এতে দিদির আর তাঁর ভাইদের হুঁশ উড়েছে। তাই বলছে খেলা হবে খেলা হবে। এখানে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট করেছেন। আপনি মানুষের হকের চাকরি খেয়েছেন। আর এই খেলা চলবে না ।আপনারা বলুন এই খেলা বন্ধ হওয়া উচিত কিনা। দিদি এই শঙ্খ নাদ শুনুন। তৃনমূলের খেলা শেষ। বিকাশ শুরু। ভয় পাবেন না। নির্ভয়ে বিজেপিকে ভোট দিন।

বাংলা উন্নতি চায়। বাংলার জয় ভারতের জয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে ক্রোধে বুদ্ধি নাশ হয়, ভুল করে সব হারিয়ে ফেলে মানুষ। রাগের চোটে কি বলছেন আমায় দিদি। রাবন,দৈত্য, দানব, গুন্ডা। দিদি এত রাগ কেন? আজ পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটছে আপনার তৈরি করা পাঁকের জন্য। এই দিদি সেই দিদি নয় যিনি বামপন্থীর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছিলেন। দিদির নিয়ন্ত্রণ এখন অন্য হাতে।

বিজেপিকে বহিরাগত বলে যাঁরা তাঁদের জিজ্ঞেস করুন কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছেন যাঁরা তাঁরা কারা ?বামপন্থী ভাবনা কি বহিরাগত নয়? তৃনমূলের জন্মও কংগ্রেস থেকে। বিজেপির ভিত্তি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তৈরি। বিজেপি সেই দল যার প্রতি বাংলার ঋণ অনেক। যা মেটানো সম্ভব নয়। দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য থেকে ছোট রাজ্যে বিজেপি শাসন করছে। পদ্মফুলে বাংলার মাটির গন্ধ লেগে আছে। তাই এইবার তৃনমূল পুরো সাফ। আপনারা বাংলার জন্য যে লড়াই ত্যাগ করেছেন আমি তাকে প্রণাম করি। বিজেপির কার্যকর্তাদের পরিবারের প্রতি আমরা সঙ্গে আছি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টৌল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিঃস্বার্থ রাজনীতিতেই হবে রাজ্য ও দেশের কাঙ্খিত প্রগতি : প্রসাদ রঞ্জন দাশ

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.): বর্তমানে দেশজুড়ে দ্রুততার সঙ্গে অধঃপতন হচ্ছে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে ভাবনার সঙ্গে দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন, নিজেদের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন, তা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে বলাই বাহুল্য। জনজীবনে রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্রের ক্রমাগত অবক্ষয় হচ্ছে এবং দেশের প্রগতির জন্য প্রধান বিষয়গুলি গৌণ হয়ে উঠছে। শুধুই স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি হচ্ছে, ফলে দেশ ও সমাজের প্রগতি থমকে গিয়েছে। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রসাদ রঞ্জন দাশ এমনই মনে করেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এবং সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ উত্তরসূরি প্রসাদ রঞ্জন দাশ দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য স্থপতি (চিফ আর্কিটেক্ট) ছিলেন। বিখ্যাত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের খ্যাতিমান প্রাক্তনী এই মানুষটি ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি তিনি দুর্দান্ত গায়ক ও বাদক। এছাড়াও সপ্তদর্শী লেখক ও কবি হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। বহুমুখী সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন প্রসাদ রঞ্জন দাশ। তাঁর সঙ্গে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল :

প্রশ্ন : আপনি রাজ্যের মুখ্য স্থপতি ছিলেন। বামফ্রন্টের শাসনের পরে কলকাতা ও রাজ্যের অন্যত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন থেকে জল নিকাশী ব্যবস্থায় কতটা উন্নতি হয়েছে?

উত্তর : প্রথম কথা হল, পশ্চিমবঙ্গের আসল আর্কিটেক্ট ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়। তিনি কলকাতা-সহ রাজ্যের অন্যত্র সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তৃত রোডম্যাপ তৈরি করেছিলেন, যার উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারগুলি চলেছিল এবং এখনও ওই রূপরেখাতেই কাজ চলছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হওয়া জরুরি, কিন্তু প্রকৃত ছবি একেবারেই ভিন্ন। দ্বিতীয় কথা হল, আপনার বাড়িতে মূল্যবান অতিথি এলে আপনি কী তাঁকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন? তেমনই মানব সভ্যতার জন্য বৃষ্টি অনেক বড় আশীর্বাদ। বর্ষাকালের বৃষ্টিকে নিকাশীর পরিবর্তে সংরক্ষণে সর্বাধিক জোর দেওয়া উচিত। যদি জল না থাকে তাহলে আমরা জীবনের কল্পনাই করতে পারি না। ভূগর্ভস্থ জল অপচয়ের কারণে লাগাতার জলের অভাব দেখা দিচ্ছে, তার একমাত্র উপায় হল সঠিকভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা এবং সাধারণ মানুষ যাতে সেই জল ব্যবহার করতে পারেন অবিলম্বে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিকশিত করা জরুরি।

প্রশ্ন : পুণ্যভূমি হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে হিংসার জন্য সমগ্র বিশ্বে সুনাম হারিয়েছে। কীভাবে এর থেকে মুক্তি মিলবে?

উত্তর : জনগণের স্বার্থে ও জনগণের ভালোর জন্য রাজনীতি হওয়া উচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নিঃস্বার্থে আন্দোলন করেছিলেন বলেই দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল। স্বদেশের জনগণের স্বার্থে লড়াই করেছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থকে অনেক পিছনে রেখেছিলেন। এখন ট্রেন্ড বদলে গিয়েছে। নিজ স্বার্থে রাজনীতি করা হয়। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এখন রাজনীতি করা হয়। কেউ শক্তির জন্য রাজনীতি করে, কেউ অর্থের জন্য। দুর্নীতি গণতান্ত্রিক স্বরূপকে নষ্ট করে দিয়েছে। এই দুর্নীতি আসছে অযোগ্যতার পাশাপাশি নেতাদের লোভ-লালসার কারণে। পশ্চিমবঙ্গ হোক অথবা দেশের অন্যত্র, মানুষ যখন ত্যাগের রাজনীতি করবেন তখনই হিংসা অথবা জনবিরোধী সংস্কৃতি থেকে মুক্তি মিলবে। অবশ্য তার জন্য সংগ্রাম প্রয়োজন, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যদি ইংরেজ ভারত ছাড়ো এই মর্মে হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় এবং সত্যিকারের স্বাধীনতা যুদ্ধ দুর্নীতিবাজ ভারত ছাড়ো এই মর্মে সংগঠিত করতে হবে। এটা অনেক কঠিন যুদ্ধ কারণ এই যুদ্ধটা আদতে নিজেদের সঙ্গে।

প্রশ্ন : গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন দেশ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যেখানে ভয় থাকবে না, মানুষ সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচবেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কী সেই স্থানে নেই, আপনি কী মনে করেন?

উত্তর : গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সকলের একটাই স্বপ্ন ছিল, প্রত্যেকের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবনা। এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। কেউ জাতপাতের রাজনীতি করছেন, কেউ ধর্মের নামে। কেউ উঁচু-নীচু কেউ ধনি-গরিব নিয়ে রাজনীতি করছেন। নৈতিক শিক্ষার অভাব রয়েছে এবং বেকারত্ব এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যে মানুষ ক্ষমতাসীন দলকে খুশি করার জন্য দিশেহারা হয়ে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে উদ্যমী যুব সমাজকে স্বার্থপরতা ছেড়ে রাজনীতিতে আসতে হবে। যেমন সেই সময়ের যুব শক্তির স্বপ্ন চোখে নিয়ে লোভনীয় আইসিএস-এর চাকরি ছেড়ে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যাঁকে মনের মতো করে তৈরি করেছিলেন আমার পূর্বপুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ যাঁকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বলে মানতেন।

প্রশ্ন : নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। আপনি কী বলবেন?

উত্তর : এই ধরনের অভিযোগ ও প্রশ্ন ওঠা দুর্ভাগ্যজনক। বিশিষ্ট গুণীজনদের অসম্মান হওয়াটা মোটেও বাঞ্চনীয় নয়। অমর্ত্য সেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মহান। দু''জনকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এবং মানুষ তাতে জড়িয়ে পড়ছেন। গুরুদেব বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা এই প্রতিষ্ঠানেও রাজনীতির রঙ লেগে গিয়েছে, যেটা একান্তই অবাঞ্চিত।

প্রশ্ন : ঔপনিবেশিক আমলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ছিল, কিন্তু এখন এখানে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়ছে। কীভাবে পরিবর্তন হবে?

উত্তর : বিশ্বাসে টিকে রয়েছে বিশ্ব। আমরাও দেশ ও রাজ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং উন্নয়নের আশা রাখি। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যে এখানকার মানুষ শিক্ষিত, সুচিন্তিত ও সচেতন। আমরা স্বল্প সময়ের জন্য সংক্রমণের সময় পার করছি, তবে এমন একদিন আসবে যেদিন আমরা এই সমস্ত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব। এখানে হিংসাও শেষ হবে ও উন্নয়ন দ্রুততার সঙ্গে হবে। আমার স্বদেশবাসীর বিবেকের উপরে গভীর বিশ্বাস আছে, আমরা বিশ্বাস আমরা করব জয় একদিন (we shall overcome some day)

প্রশ্ন : একজন ইঞ্জিনিয়ার কীভাবে দুর্দান্ত গায়ক, কবি ও লেখক হয়ে উঠলেন?

উত্তর : ভেবে দেখো ত্রিধারার জ্ঞানের মধ্যে কিন্তু কোনও বিরোধ নেই। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং স্থাপত্য তিনটিই সৃজনধর্মী সংস্কৃতি। তবে ছোটবেলায় আমি পুরুলিয়ার এক আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বড় হয়ে উঠেছিলাম (যদিও আমার পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গের মানুষ) সেখানে প্রকৃতির কোলে পাখির ডাকের সঙ্গে আমার দিন শুরু হতো এবং শেষ হতো সেই সন্ধ্যাবেলায় যখন সাঁওতাল পল্লী থেকে ভেসে আসত ধামসা মাদল বাঁশির সুর। শৈশব থেকে এই প্রকৃতির সঙ্গীত আমার অন্তরে স্থান নিয়েছিল, যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।

এই জবাব দেওয়ার পর তিনি দোতারা ও গিটারের অনুষঙ্গে উদার্তকণ্ঠে লোকগীতির গান ধরেন যা ছিল এককথায় অনন্য। এখানেই আমাদের চোখের সামনে একজন খ্যাতিমান ইঞ্জিনিয়ার প্রসাদ রঞ্জন দাশ একজন লোকসঙ্গীত গায়কে পরিণত হয়ে যান যাঁকে সমগ্র সুধীজন তাঁর ছদ্মনাম রঞ্জন প্রসাদ হিসেবে একান্তভাবে চেনে। পরিশেষে একজন ভাল কবি ও লেখক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, স্বদেশকে ভালো করে চেনা, ব্যাপক অধ্যয়ন এবং আন্তরিক সাধনায় একজন ভাল পাঠক সহজেই ভাল লেখক এবং কবি হতে পারেন।

পুত্রের খুনিকে গ্রেপ্তার ও ন্যায় বিচারের দাবিতে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে অভাগীনি মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ মার্চ।। মা বাবা এমনই হয়। তাদের নিজের স্বপ্নের কথা কোনদিনও মনে রাখেনা। স্বপ্ন শুধু থাকে নিজের সন্তানকে কিভাবে বড় করে তুলবে কিভাবে তাকে মানুষের মত মানুষ করবে। আর হঠাৎ যদি চোখের অলক্ষ্যে সেই সন্তানটিই নৃশংসভাবে হত্যা হয়। তাহলে সেই মা-র অবস্থা কেমন হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া গ্রামের এক ছাত্রকে সীমান্তে নিয়ে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তা আজও ভুলতে পারেনি গ্রামবাসী। তারই মধ্যে সেই হতভাগা মা পুলিশ প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে হন্য হয়ে ঘুরছে ছেলের খুনের অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে। সেই ছাত্র শরিফ মিয়ার মা সংবাদ মাধ্যমের কাছে বার বার অভিযোগ করছে যে পুলিশ মূল অভিযুক্তদের বাচিয়ে বিএসএফএর উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু অভিযোগ অন্যরকম।

তার মা জানান ছেলে পড়াশোনার জন্য বহিরাজ্যে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর পরই নাকি বন্ধুদের কথায় সে রাজ্যে ফিরে আসতো। বন্ধু সোহেল, আরিফদের কথায় প্রায়শই বাড়িতে চলে আসলে পরিবারের মা এবং বড় ভাই শাসন করতেন। পড়াশোনা নষ্ট করে কেন বাড়িতে চলে আসে। এমনভাবে শেষ একবার বাড়িতে এসেই এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হল ছাত্রকে। অভিযোগ, বাড়িতে আসার পর থেকেই স্থানীয় শাহআলমের সাথে তার পরিবারের একটি ঝামেলা চলছিল। তখন থেকেই ছাত্র শরিফকে হত্যার জন্য বহু চেষ্টা চালিয়ে আসছিল শাহআলম বাহিনী। মূলত, সীমান্তের পারে জমিতে যাওয়াকে কেন্দ্র করেই ঘটনার সূত্রপাত। বাড়িতে আসার কিছুদিন পর বক্সনগরে গিয়েছিলেন তার মার জন্য ঔষধ আনতে। তখনই নাকি দুস্কৃতীরা তার বাইকের ব্রেকের তার কেটে দেয়। বাইকের ইঞ্জিন চালু করার পরই শরিফ বাইক নিয়ে পরে আহত হয়। বাড়িতে এসে এই কথা জানানোর পরই তার মা বলেন এই কাজ একমাত্র শাহআলমই করতে পারে। জানাগেছে, সীমান্তে শরিফের বাবা জমিনে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বিএসএফ বাধা সৃষ্টি করে।

শরিফ প্রশ্ন করে এতক্ষণ অবৈধ মাল পাচার হয়েছে আমার বাবা কেন জমিনে যেতে পারবেনা ? এরপরই নাকি বিএসএফ শাহআলমদের এনে শাশিয়ে দেয়। এখান থেকেই শুরু হয় ঝামেলা। শরিফকে হত্যা করার জন্য তখন থেকেই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল শাহআলম গোষ্ঠী। অভিযোগ, তারা অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত। প্রায়শই কথায় কথায় বলতো শরিফকে মাটির সাথে মিসিয়ে দেবে। হয়তো তাই হল। ২০১৯ সালের জুন মাসের একটি রাতে শরিফ বাড়িতে পড়াশোনা করছিল। এমন সময় শরিফের বন্ধু সোহেল, জোয়েল, রাসেল সহ কয়েকজন রাতে বাড়িতে আসে। এবং মোবাইল ঠিক করার কথা বলে তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। কিন্তু ছাত্রর মা তাকে যেতে দিচ্ছিলনা। তখন নাকি তার বন্ধুরা বলছেন """তুমার ছেলেকে কি মাইরা লামু আমরা""". শেষে বন্ধুদের উপর বিশ্বাস রেখেই তার মা ঘরে যায় ঘুমাতে। হঠাৎ মনে হয় ছেলে বাড়িতে ফিরে আসেনি। এবং মনে পরে যায় শাহআলমের হত্যার হুমকি। তারপরই তার মা এবং বড় ভাই মিলে খুজতে বের হন শরিফকে। বহু খোজাখুজির পর দেখতে পায় শরিফ সীমান্তে ওইপারে পরে রইলেন মৃত অবস্থায়।

তাদের চিৎকারে জড়ো হয় গোটা গ্রামের মানুষ। তার মা অভিযোগ, করছে শাহআলম বাহিনীই তাকে হত্যা করেছে। এবং এই হত্যার ঘটনায় জড়ির বিএসএফও। এই নিয়ে কলমচৌড়া থানায় মামলাও হয়। যার নাম্বার ৪৬/১৯। অভিযোগ, পুলিশ কোনরকম তদন্ত না করে বিএসএফএর উপর দোষ চাপিয়ে মূল অভিযুক্তদের আড়াল করতে চাইছে। শরিফের মা শনিবারও ছেলের হত্যার বিচার চেয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তিনি চাইছেন অভিযুক্তদের কঠুর শাস্তি দেওয়া হউক। তিনি অভিযোগ করছেন বন্ধুদের দিয়েই বাড়ি থেকে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য, সীমান্তে এই ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে। কিন্তু বিচারের বানি সেই নীরবেই কাদে।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

জামাতিয়া বলেন, দলগুলোর মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনার জন্য দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। যে কেউ আমাদের দাবির সাথে একমত হলে, আমরা এডিসি নির্বাচনে সেই দলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।

তবে, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে নাম ঘোষণা করা হয়েছে তা কোনও পরিস্থিতিতে প্রত্যাহারের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

তালিকায় মেবার কুমার জামাতিয়ার স্ত্রী গীতা দেববর্মার নামও রয়েছে। যিনি সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকারের চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন।

এদিকে, বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্জি বলেছেন, একা প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করা এবং জোটের শরিকের সাথে এখনও আলোচনায় থাকার দাবি করার কোনও মানে হয় না। তিনি আরও বলেন এই প্রথমবার নয় যে আইপিএফটি এককভাবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আগে, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আইপিএফটি একাই নির্বাচন লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমরা এখনও জনগণের কল্যাণে কথা বলতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত আছি, জানালেন নেবন্দু ভট্টাচার্জি।

প্রসঙ্গত, টিটিএডিসির ত্রিশটি আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২টি আসনের সদস্য রাজ্যপাল দ্বারা মনোনিত। বাকি ২৮ টি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আগামী চার এপ্রিল ভোট গ্রহণ এবং আট এপ্রিল ভোট গণনা।

প্রেমিক

● প্রথম পাতার পর

ও বন্ধুদের অভিযোগ মেয়ের পরিবারের পক্ষথেকে মেয়েটিকে প্রতিনিয়ত মারধোর করা হতো।

অবশেষে ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে গতকাল গভীর রাতে নয়ন দেবনাথ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নিলো বলে পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়াহয়। নয়ন দেবনাথের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকাজুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দফা

● প্রথম পাতার পর

তারিখ। পয়লা ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশ করেন। প্রথম দফায় সাংসদদের উপস্থিতি ছিল ৯৯.৯ শতাংশ। লোকসভা সচিবালয় সূত্রে খবর বাজেট অধিবেশন ২০২১-এ লোকসভার কাজের সময় মোট ৫০ ঘন্টার মধ্যে ৪৯ ঘন্টা ১৭ মিনিট। অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন ৪৯ জন মহিলা সাংসদ।

ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

ফটিকছড়া চা বাগান শ্রমিকদের সাফ বক্তব্য জাতীয় সড়ক নির্মাণে যদি পুনরায় জায়গার দরকার হয় অবশ্যই বাগান কতৃপক্ষ সহায়তা করবে তবে জোড় খাটিয়ে জবর দখল করাকে কোন মতেই বরদাস্ত করা হবে না।

ক্রীড়াঙ্গন

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাঙল ভারত

নয়াদিল্লি।। শেষ টেস্টে ইংল্যান্ডকে ইনিংস ও ২৫ রানে হারিয়ে ৩-১ সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। সেই ঘরের মাঠে টানা ১৩টি টেস্ট সিরিজ জয়ের নজির গড়েছে টিম ইন্ডিয়া। বিরাট কোহলির নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলস্টোন স্থাপন করল টিম ইন্ডিয়া।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের পাশাপাশি আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের যোগ্যতাঅর্জন করে ভারত। জো রুটদের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টেস্টে ড্র করলেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার ছাড়পত্র পেয়ে যেত টিম কোহলি। কিন্তু ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করে হাসতে হাসতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছে যায় ভারত। একই সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সফলতম দল হিসেবে ফাইনালে জায়গা করেন নেয় কোহলি অ্যান্ড কোং।কোহলির নেতৃত্বে ভারতের এই জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে অজিদের ৪-০ হারিয়েছিল কোহলিবিগ্রেড। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। জয়ের ধারা অব্যহত রাখে টিম ইন্ডিয়া। শুধু তাই নয়, ২০১৯-এর অগস্ট থেকে শুরু হওয়া আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয় সফলতম দল ভারত। ১৭টি টেস্টের মধ্যে ১২টিতে জয় পেয়েছে টিম কোহলি। হেরেছে মাত্র ৪টি টেস্ট। আর ড্র করেছে মাত্র একটি টেস্ট। বিরাটদের ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সফর শুরু হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ২-০ সিরিজ জিতেছিল টিম কোহলি।তারপর দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করে টিম ইন্ডিয়া। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৩-০ এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২-০ সিরিজ জেতে ভারত। টানা সাতটি টেস্ট জয়ের পর হারের মুখ দেখেন বিরাটরা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হারে বিরাটবাহিনী। কিউয়িদের বিরুদ্ধে দু"টি টেস্ট হারে টিম কোহলি। করোনা অতিমারীর আবহে অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্ট হেরে আরও ধাক্কা খায় ভারত। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্ট হারে কোহলি অ্যান্ড কোং। কিন্তু তারপর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ জিতে নেয় টিম ইন্ডিয়া। পিতৃত্বকালীন ছুঁটি নিয়ে কোহলি দেশে ফিরলে অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজের বাকি তিনটি টেস্টে ভারতকে নেতৃত্বে দেন অজিঙ্ক রাহানে। মুম্বইকরের নেতৃত্বে তিনটি টেস্টের মধ্যে একটি ড্র ও দু"টি জিতে অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে পুরে ভারত।নেতৃত্বে ফিরে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতকে সিরিজ জেতান কোহলি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজে ৩-১ জিতে নেয় কোহলি অ্যান্ড কোং। জো রুটদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ২২৭ রানে হারের পর দুর্দান্ত কামব্যাক করে বিরাট-রাহানেরা। চিপকেই দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৩১৭ রানে হারায় ভারত। তারপর আমদাবাদে পিঙ্ক বল টেস্টে ১০ উইকেটে জয় এবং শেষ টেস্টে ইনিংস ও ২৫ রানে জয়। শেষ দু"টি তিনেরও কম সময়ে জিতে নেয় ভারত।লাল-নীল-গেরুয়া...! "রঙ" ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা "খাচ্ছে"? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম "সংবাদ"! "ব্রেকিং" আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে "রঙ" লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে "ফেক" তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই "ফ্রি" নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

২০২১ আইপিএল ভারতেই, শুরু ৯ এপ্রিল

নয়াদিল্লি।। চতুর্দশ আইপিএলের নির্ঘণ্ট বেজে গেল। ২০২১ আইপিএল হবে ভারতের মাটিতেই। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্জাইজি ক্রিকেট লিগ শুরু করে ৯ এপ্রিল। ফাইনালে ৩০ এপ্রিল। তবে এবারের আইপিএলের ম্যাচগুলি খেলা হবে বায়ো-সিকিওর পরিবেশে ছ"টি ভেন্যুতে।করোনা আবহে আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ দেশের মাটিতে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। ফলে ২০২০ আইপিএল সযুক্ত আরব আমীরশাহীতে আয়োজন করেছিল বিসিসিআই। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ফের মাথা চাড়া দেওয়ায় ভারতে আইপিএল হওয়া নিয়ে সংশয় ছিল। বোর্ডের তরফে এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা না-হলেও সুত্রের খবর দেশের মাটিতেই হচ্ছে আইপিএলের চতুর্দশ সংস্করণ।তবে আট দলের টুর্নামেন্টে আটি ভেন্যুর পরিবর্তে এবারের ম্যাটগুলি হবে মোট ছ"টি ভেন্যুতে। এগুলি হল আমদাবাদ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, নয়াদিল্লি, কলকাতা ও মুম্বইয়ে। বায়ো-সিকিওর পরিবেশে, ৫২দিনের টুর্নামেন্টে মোট ৬০টি ম্যাচ হবে। বিসিসিআই ইতিমধ্যেই বায়ো-সিকিওর পরিবেশে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে মুস্তাক আলি এবং বিজয় হাজারে ট্রফির সফল আয়োজন করেছে। চলছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ। শনিবারই শেষ হয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার টেস্টের সিরিজ। চেন্নাই ও আমদাবাদে ২টি করে চারটি টেস্ট হয়েছে। এবার আমদাবাদে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ এবং পুনেতে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে কোহলি অ্যান্ড কোং।গত বছর আইপিএলের ম্যাচগুলি হয়েছিলেন আমীরশাহীর তিনটি শহরে। আবু ধাবি, দুবাই ও শারজায়। ফাইনালে দিল্লি ক্যাপিটালকে হারিয়ে পঞ্চমবার আইপিএলে খেতাব জেতে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মরু শহরে সফলভাবে আইপিএলের ত্রয়োদশ সংস্করণ আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছিল বিসিসিআই।তবে বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে চতুর্দশ আইপিএলের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই প্রস্তুতির পরিকল্পনা করে ফেলেছে চেন্নাই সুপার কিংস। আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে ১১ মার্চ থেকে আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছেন ধোনিরা। প্রাক-মরশুম ক্যাম্পের জন্য ইতিমধ্যেই চেন্নাইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনি-সহ দলের সিনিয়র ক্রিকেটাররা। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলছেন এমন ক্রিকেটারদের বাদ দিয়েই শুরু হতে চলেছে সিএসকে-র অনুশীলন পর্ব। ধোনি ছাড়াও থাকতে পারেন সুরেশ রায়না। যিনি গত মরশুমে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগেই দেশে ফিরে এসেছিলেন রায়না।লাল-নীল-গেরুয়া...! "রঙ" ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা "খাচ্ছে"? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম "সংবাদ"! "ব্রেকিং" আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে "রঙ" লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে "ফেক" তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই "ফ্রি" নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

সব পরিবেশের জন্যই তৈরি ট্রফি দ্বৈরথে এগিয়ে ভারতই

নয়াদিল্লি।। কয়েক মাসে বিশ্বের সেরা দুটো টেস্ট খেলিয়ে দেশকে হারিয়ে ভারত একটা কথা বুঝিয়ে দিল। এই মুহূর্তে বিশ্বের এক নম্বর দল কিন্তু ওরাই। যোগ্য দল হিসেবেই জুন মাসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের মাটিতে ঐতিহাসিক টেস্ট ফাইনাল খেলতে নামবে বিরাট কোহালিরা। আর সেখানে কিন্তু এই ভারতকে হারানো কঠিন হবে। শুক্রবার ঋষভ পন্থের দুরন্ত সেঞ্চু রির পরেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, মোতেরায় ভারত শেষ টেস্টে ভাল জায়গায় চলে গিয়েছে। শনিবার ওয়াশিংটন সুন্দরের দুরন্ত ইনিংস ভারতের জয় নিশ্চিত করে দেয়। দেখার ছিল, ইংল্যান্ড চতুর্থ দিনে ম্যাচটা নিয়ে যেতে পারে কি না। কিন্তু এই ইংল্যান্ড দলটা ড্রেসিংরুম থেকেই আউট হয়ে আসছে। মাঠে নেমে আর কী খেলবে! আরও একটা টেস্ট আড়াই দিনে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এখানে পিচের দোষ দেওয়ার কোনও জায়গাই নেই। ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানরা বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ করে বসল ভারতীয় স্পিনারদের সামনে। দ্বিতীয় ইনিংসে আর অশ্বিন পেল ৪৭ রানে পাঁচ উইকেট। অক্ষর পটেলের সংগ্রহ ৪৮ রানে পাঁচ। অফস্পিনার ও বাঁ-হাতি স্পিনারের যুগলবন্দিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড শেষ হয়ে গেল মাত্র ১৩৫ রানে। হারল এক ইনিংস ও ২৫ রানে। ভারত সিরিজ জিতল ৩-১। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতে ভারত বুঝিয়ে দিল, এই মুহূর্তে সেরা রিজার্ভ বেঞ্চ বিরাটদেরই। কোচ রবি শাস্ত্রী এবং ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে অভিনন্দন, এ রকম একটা রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরি করার জন্য। অস্ট্রেলিয়ায় তিনটে টেস্টে কোহালি ছিল না। প্রথম দুটো টেস্টে রোহিত শর্মা ছিল না। রবীন্দ্র জাডেজা ছিটকে যায়। অশ্বিন শেষ টেস্ট খেলেনি। চোট পেয়েছিল যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, উমেশ যাদবরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও জাডেজা ছিল না। শামি ফেরেনি। বুমরা শেষ দুটো টেস্ট খেলেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের জিততে কোনও সমস্যা হয়নি। কারণ এই মহাশক্তিশালী রিজার্ভ বেঞ্চ।জাডেজার জায়গায় অক্ষর পটেল। অফস্পিনার-অলরাউন্ডার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরের উত্থান। ঋষভ পন্থের চমকপ্রদ ব্যাটিং। মহম্মদ সিরাজের দুরন্ত সুইং বোলিং। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শার্দূল ঠাকুরের পারফরম্যান্স। এ সবই ভারতকে এ রকম শক্তিশালী একটা দলে পরিণত করে তুলেছে। যাদের হারানো ক্রমে কঠিন হয়ে পড়ছে। ভারতের ব্যাটিংয়ের গভীরতার কাছে এখন সম্ভবত কোনও দল আসবে না। ছয়ে ঋষভ পন্থ। যে একাই ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। সাতে অশ্বিন পাঁচটা টেস্ট সেঞ্চু রি আছে। আটে ওয়াশিংটন সুন্দর। দুটো টেস্ট সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়ে গেল সঙ্গীর অভাবে। এই ছেলেটা কিন্তু ভবিষ্যতে দারুণ এক ব্যাটসম্যান-অলরাউন্ডার হয়ে উঠতে পারে। নয়ে অক্ষর পটেল। এর পরে জাডেজা এসে গেলে ভাবুন কী হবে। এ ছাড়া হার্দিক পাণ্ড্যও অপেক্ষা করে আছে।এ দিন প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পাওয়া নিশ্চিত ছিল ওয়াশিংটনের। ওর সব চেয়ে বড় গুণ, বল বুঝে খেলে। শট মারার বলটায় মারে। অহেতুক ব্যাট চালায় না। ব্যাকফুটে খুব শক্তিশালী। এ দিন অক্ষরের সঙ্গে জুটিটা দারুণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অক্ষর নিজের দোষে রান আউট হল। ও রকম ভাবে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচিত হয়নি। এর পরে বেন স্টোকস তো এক ওভারে শেষ দুটো উইকেট তুলে নিল। ওয়াশিংটনকে ৯৬ রানে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে সে দৃশ্য দেখতে হল। তবে ও যে ভাবে খেলছে, টেস্ট সেঞ্চুরি পাওয়া বেশি দূরে নয়। টেবলে এক নম্বর দল হিসেবেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে যাবে ভারত। ইংল্যান্ডের পরিবেশ, পরিস্থিতি হয়তো অন্য রকম। কিন্তু তাও বলব, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতই ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে। এর কারণ একটাই। সব রকম পরিবেশে খেলার মতো ক্রিকেটার আছে আমাদের দলে। এর সঙ্গে যদি ভারতের টপ অর্ডার ব্যাটিং দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়বে টিম ইন্ডিয়া।

দুরন্ত ছন্দে থেকেও ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে আজ সাবধানী সেই পেপ

নয়াদিল্লি।। এতিহাদে আজ, রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি। প্রিমিয়ার লিগের মহাগুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের আগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলা বলে দিলেন, প্রতিপক্ষকে সমীহ করলেও ভয় পাচ্ছেন না। যুযুধান ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কিছুটা হলেও চাপে। টানা তিন ম্যাচ ড্র করে তারা খেলবে। পল পোগবাদের গুরু ওয়ে গুন্নার সোলসার অবশ্য টানা ড্র-কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর কথা, ""মানছি এক সপ্তাহ গোল করতে পারিনি। তার মানে এই নয়, ছ"সপ্তাহ দল ছন্দে নেই। আমরা কিন্তু রিয়াল সোসিদাদকে ৪-০ হারিয়েছি। সাউদাম্পটনের বিরুদ্ধে ৯-০ জিতেছি।""সোলসার যে সুরে কথা বলেছেন তা কিছুটা হুঙ্কারের মতোই শুনিয়েছে। গুয়ার্দিওলা কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রশংসাই করছেন। ""ম্যান ইউ ভাল করেই জানে, ওদের কতটা সমীহ করি। যেখানেই কোচিং করিয়েছি উল্টোদিকে ওরা থাকলে কখনও ম্যাচ হাল্কা ভাবে নিইনি। তার মানে কিন্তু এও নয় যে ওদের ভয় পাচ্ছি,"" বলেন লিয়োনেল মেসির প্রাক্তন গুরু। যোগ করেন, ""আমরা জিততেই নামব। অনেকে সাত জন ডিফেন্ডার নিয়েও জয়ের জন্য খেলে। আসল ব্যাপার, মানসিকতা। ম্যান ইউয়ের কোনও তারকাকে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছেন ? এমন প্রশ্নে পেপ নাম করেন এডিনসন কাভানির। ""ওর ফুটবল জীবন অসাধারণ। এখনও যে কোনও রক্ষণের ত্রাস। ছাপিয়ে যায় অভিজ্ঞতাতেই,"" জবাব ম্যান সিটি ম্যানেজারের। আত্মবিশ্বাসী পেপ অবশ্য বলেছেন, ""ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড অন্যতম সেরা দল। ওদের বিরুদ্ধে খেলা সৌভাগ্যেরই। আমরাও কিন্তু পিছিয়ে থাকব না। ছেলেদের শুধু নিজেদের খেলা খেলতে হবে।""সোলসারের উদ্বেগ তাঁর দলের খেলা থেকে "আগুনটা" হঠাতহারিয়ে যাওয়ায়। ডার্বির আগে মন্তব্য, ""তিনটি ড্র নিয়ে ভাবছি না। টানা গোল না পাওয়াও যে কোনও দলে হতে পারে। আমাকে চিন্তায় রেখেছে দলের খেলা থেকে আগুনটা হারিয়ে যাওয়ায়। মরসুমের শুরুতে খুব ভাল খেলছিলাম না। কিন্তু হঠাতছেলেরা দারুণ কিছু করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। তার ফলও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শেষ তিনটি ম্যাচে দেখছি আবার সেটা হারিয়ে যাচ্ছে।"" এখানেই থামেননি সোলসার। আরও বলেছেন, ""ভাল করেই জানি ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অনেকটাই এগিয়ে। একই সঙ্গে এটাও ঘটনা যে, আমরা বাইরের মাঠে অনেকদিন হারিনি।

সন্দেশকে ছাড়াই প্রথম লেগের সেমিফাইনালে নামছে বাগান

পানাজি: আইএসএলের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ব্যাম্বোলিমে আজ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের মুখোমুখি এটিকে মোহনবাগান। এসিএল খেলার দৌড়ে এগিয়ে থাকা আন্তোনিও হাবাসের বাগান শেষ ম্যাচে হেরে লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ খুঁইয়েছে। কিন্তু সেই সুযোগ নষ্টের সেমিফাইনালে যাতে না পড়ে সেদিকে নজর স্প্যানিশ কোচের। উলটোদিকে খালিদ জামিলের ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড। লিগের শেষ ১০ ম্যাচে অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে হাইল্যান্ডাররা। যার মধ্যে শেষ ৯টি ম্যাচে দায়িত্ব সামলেছেন খালিদ। তবে তাঁর ছোঁয়ায় দল বদলে গিয়েছে, একথায় বিশ্বাসী নন খালিদ। সমস্ত কৃতিত্ব দিচ্ছেন ফুটবলারদের। খালিদের কথায়, "প্রত্যেক ফুটবলার ভীষণ পরিশ্রম করেছে। আর সে কারণেই আমরা আজ এখানে। শেষ ন'টা ম্যাচ দিয়ে কিছু হয়নি, যা হয়েছে শুরু থেকে। ছেলেরা ভীষণ পরিশ্রম করেছে আর আমি ওদের কোচ হিসেবে গর্ববোধ করছি।"তবে সেমিফাইনাল যুদ্ধ সবসময়ই আলাদা, আর নামটা যখন এটিকে-মোহনবাগান। হাবাসের বিরুদ্ধে মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে নামার আগে খালিদ জানাচ্ছেন, "আমরা একটা ভালো দলের বিরুদ্ধে খেলতে চলেছি। এটিকে মোহনবাগান রক্ষণাত্মকভাবে ভিষন শক্তিশালী। পাশাপাশি আক্রমণও ধারালো ওদের। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কারণ প্রথম লেগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিগের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে এটা। তাই আমাদের প্রস্তুত এবং শক্তিশালী হয়েই মাঠে নামতে হবে।" খালিদ বাড়তি সতর্ক বাগানের ফিজি স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণাকে নিয়ে।একইভাবে হাবাসের গলাতেও নর্থ-ইস্টকে নিয়ে ব্যাপক সমীহ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চোটের কারণে আবার সন্দেশ ঝিঙ্গানকে হাবাস পাচ্ছেন না হাবাস। লিগের শেষ ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। পুরোপুরি ফিট হওয়ার আগে অনুশীলনে ফের চোট পাওয়ায় ভারতীয় দলের প্রাইম ডিফেন্ডারকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়ার জায়গায় নেই বাগান কোচ। যারা আছেন তাদের নিয়েই লড়তে চান দু"বারের আইএসএল জয়ী কোচ।লিগের দ্বিতীয় পর্বে সাড়া জাগানো নর্থ-ইস্টকে নিয়ে বলতে গিয়ে হাবাস জানিয়েছেন, "নর্থ-ইস্টের জন্য চলতি আইএসএল মরশুমটা দুর্দান্ত। ওরা প্রতিপক্ষ হিসেবে ভিষণ কঠিন। রক্ষণ, মাঝমাঠের সঙ্গে আক্রমণেও ওদের ভালো ফুটবলারের ছড়াছড়ি। ওরাও ছেড়ে কথা বলবে না, মাঠে ১০০ শতাংশ উজাড় করে দেবে।"লাল-নীল-গেরুয়া...! "রঙ" ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা "খাচ্ছে"? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম "সংবাদ"! "ব্রেকিং" আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে "রঙ" লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে "ফেক" তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই "ফ্রি" নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

সুইস ওপেন ফাইনালে সিন্ধু, হার শ্রীকান্তের

নয়াদিল্লি।। সুইস ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন পি ভি সিন্ধু। সেমিফাইনালে হারিয়ে দিয়েছেন চতুর্থ বাছাই, ডেনমার্কের মিয়া ব্লিশফেল্টকে। ফল ২২-২০, ২১-১০। তবে পুরুষ সিঙ্গলসের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছেন কিদম্বি শ্রীকান্ত। তিনি হারেন শীর্ষবাছাই ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের বিরুদ্ধে। ফল ২১-১৩, ২১-১৯। ২০১৯ সালে এই বাজেল থেকেই সিন্ধু ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বিশ্বসেরার খেতাব। শনিবার ফের পুরনো ছন্দে দেখা যায় তাঁকে। ১৮ মাস পরে প্রথম কোনও প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠার পথে সিন্ধু ছিলেন শুরু থেকে আক্রমণাত্মক। প্রথম গেম জেতেন মাত্র ৪৩ মিনিটে। প্রথম গেমে কিছুটা হলেও লড়াই করেছিলেন ব্লিশফেল্ট। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে সিন্ধুর একতরফা আক্রমণের সামনে দিশাহারা ব্লিশফেল্ট বেশ কয়েকটি ভুল করে ফেলেন। নিজের খেলায় সামান্য পরিবর্তন করে সিন্ধু কার্যত কোণঠাসা করে ফেলেন মিয়াকে। আজ রবিবার ফাইনালে তিনি খেলবেন কারোলিনা মারিন বনাম পোর্নপাউয়ি চোচুউয়ং দ্বৈরথের বিজয়ীর বিরুদ্ধে। সিন্ধুর ফাইনালে ওঠার দিনে হতাশ করেছেন শ্রীকান্ত। তিনি দুই গেমের ম্যাচে কোনও সময়েই নিজের সেরা খেলা উপহার দিতে পারেননি। বিশেষ করে, প্রথম গেমে শ্রীকান্ত কার্যত হার মেন নেন অ্যাক্সেলসেনের কাছে। দ্বিতীয় গেমে পাল্লা দিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করেন শ্রীকান্ত। একটা সময় স্কোর দাঁড়ায় ১৭-১৭। কিন্তু বেশ কয়েকটি অবাঞ্ছিত ভুল করে ফেলেন শ্রীকান্ত। সেই সুযোগে ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করে ফেলেন অ্যাক্সেলসেন।

রবিবার কলকাতার ব্রিগেডে বিজেপির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা।

‘ওয়ান টু ওয়ান খেলা হোক’,খোঁচা মমতার

কলকাতা,৭ মার্চ (হি. স.) : দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতেই বিজেপি তৃণমূল তরজা বেড়েই চলেছে। তারই মাঝে বিজেপির ব্রিগেডের দিন শিলিগুড়িতে সিলিন্ডার হাতে পথে নামল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই শিলিগুড়ির সভা থেকে ”ওয়ান টু ওয়ান খেলা হোক” খোঁচা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার।

এই প্রসঙ্গে বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ”খেলা হবে, কবে বসবে? বাংলায় নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখোমুখি এসে কথা বলুন নরেন্দ্র মোদী। দেশে একটাই সিন্ডিকেট চলে। মোদী-শাহ সিন্ডিকেট। দেশের সবচেয়ে বড় তোলাবাজ মোদী। তিনি বলেন, ‘বাংলায় এসে শুধু বলেন তোলাবাজি। সবথেকে বড় তোলাবাজ তো আপনি। সেইল বিক্রিতে কত? একটা গরিব লোক তোলাবাজি করলে পাঁচ টাকা, ১০ টাকা, ৫০০ টাকা, আর আপনারা করলে আপনার আদানি বন্ধু, আপনারা করলে কত? রেল বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়, সেইল বিক্রি করল কত? এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করল কত হয়? কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করল কত হয়? উজ্জ্বলা গ্যাস, কোথায় গেল উজ্জ্বলা? ক্যাগের রিপোর্টেও বলা হয়েছে যে উজ্জ্বলায় দুর্নীতি হয়েছে। উজ্জ্বলায় আপনার লোকেরা সব খেয়ে নিয়েছেন। গরমিল করেছেন। শুধু তোলাবাজি করেননি, কোটি কোটি টাকা খেয়ে নিয়েছেন।’ সঙ্গে যোগ করেন, ‘সিন্ডিকেট! সিন্ডিকেট কী? ভারত শুধু একটাই সিন্ডিকেট জানে, সেটা হল নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ সিন্ডিকেট। এছাড়া আর কোনও সিন্ডিকেট নেই।’

‘ব্রিগেড দেখে কেউ কেউ ভাবছেন, ২ মে এসে গিয়েছে’

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : ব্রিগেডে বিজেপির সমাবেশে জনসমাগম দেখে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ব্রিগেডে জনতার ঢল দেখে তিনি বলেন, এতদিনের রাজনৈতিক জীবনে এত জনসমুদ্র কখনও দেখিনি। তিনি আরও বলেন, ব্রিগেড দেখে তো কেউ কেউ ভাবছেন, আজ ২ মে এসে গিয়েছে

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য নবান্ন দখল। আর সেই লক্ষ্যেই প্রথম দু-দফা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর রবিবার ব্রিগেড সমাবেশ দিয়ে শুরু হয় বাংলায় বিজেপির মেগা প্রচার। আর সেই ব্রিগেড সমাবেশকে ঐতিহাসিক করে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন বিজেপি নেতারা। আর তা তাঁরা করতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। এদিনের ব্রিগেড সমাবেশে জনসমাগম দেশে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, রাজনৈতিক জীবনে শয়ে শয়ে সমাবেশে ভাষণ দিয়েছি। কিন্তু এত বড় রাজনৈতিক জীবনে কখনও এত বড় জনসমুদ্র দৃশ্য আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কপ্টার থেকে যখন দেখছিলাম, ময়দানে তো জায়গা নেই। সেই সঙ্গে সব রাস্তায় ভিড় দেখলাম। আমার মনে হয় না, ওঁরা পৌঁছাতে পারবেন ব্রিগেডে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এত জনসমুদ্র দেখে তো কেউ কেউ ভাবছেন, আজ ২ মে এসে গিয়েছে। আমরা পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনাদের হৃদয় দিনরাত জিততে থাকব।

হেফাজতে বন্দির মৃত্যুতে উত্তেজনা, তিন পুলিশ আহত

কলকাতা, ৭ মার্চ (হি.স.) : হেফাজতে অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার অভিযুক্তর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকায়। দফায় দফায় থানায় বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবারের সদস্যরা। ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। জখম হয়েছেন তিন পুলিশকর্মী। পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত অভিযোগে প্রশান্ত মণ্ডল নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার বাসিন্দা মিঠুন সিংহ বানতলা চর্মনগরীতে দিনমজুরের কাজ করতেন। অভিযোগ, পাশাপাশি বেআইনি মদও বিক্রি করতেন। গত বুধবার লেদার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ৩৬ বোতল মদ-সহ তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে তাঁকে বারুইপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। সেইমত তাঁকে বারুইপুর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন মিঠুন।

এরপর তাঁকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখার পর তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। রবিবার সেখানে মৃত্যু হয় মিঠুনের। এরপর পুলিশ মিঠুনকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে এই অভিযোগ তুলে মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা লেদার কমপ্লেক্স থানায় বিক্ষোভ দেখায়। এমনকী তাঁরা থানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। এই ঘটনায় সাব-ইন্সপেক্টর সোমনাথ বিশ্বাস, কনস্টেবল প্রশান্ত দাস, বাবর আলি জখম হন। তাঁদেরকে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে পরে কলকাতা থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে চলে যায়। তাঁরা আয়ত্তে আনে পরিস্থিতি।

এ বিষয়ে কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স থানার আইসি প্রশান্ত ভৌমিক বলেন, ”এক মদ বিক্রেতাকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম। সংশোধনাগারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারের লোকজন ভুল বুঝে থানায় এসে বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনায় আমাদের তিন জন পুলিশ কর্মী জখম হন।”

‘লজ্জা, ঘেন্না, ভয় তিন থাকতে নয়’, প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা,৭ মার্চ (হি স): নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। তারই মাঝে আজ রবিবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে সিলিন্ডার হাতে পথে নামে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই শিলিগুড়ি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ”লজ্জা, ঘেন্না, ভয় তিন থাকতে নয় ”।

একদিকে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপির ব্রিগেড বক্তব্য রাখছিলেন ঠিক সেই একই সময়ে জ্বালানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে সিলিন্ডার হাতে পথে নামে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই মমতার কটাক্ষ, ”রোজ রোজ মিথ্যে কথা মানুষ নেবে না। আগের বার বলেছিল ১৫ লক্ষ টাকা দেবে বলেছিল, দিয়েছে? এবার বলতে এলে উল্টো দেবেন। ভোট দেবেন তৃণমূলকে। বাংলার নির্বাচনের আগে ওয়ান টু ওয়ান মমতার সঙ্গে লড়ো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমি সম্মান। কিন্তু রাজ্যে একটা সরকার আছে। তিস্তা উত্তরবঙ্গের, বাংলার অংশ। আমার রাজ্যকে বিক্রি করে দেবে এত সস্তা নয়। লজ্জা, ঘেন্না, ভয় তিন থাকতে নয়। বাংলায় রান্নায় গ্যাসের দাম বাড়িয়ে বলছে মা বোনেদের সম্মান নেই। বাংলায় মেয়েরা রাত ১০টায় বেরোতে পারে, ভোর ৪টের সময় বেরোতে পারে। উত্তরপ্রদেশে মেয়েরা দুপুর ৩টে-তেও বেরোতে পারে না”।

‘আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি’ বললেন মিঠুন

কলকাতা,৭ মার্চ (হি স): অবশেষে ঘটল জল্পনার অবসান। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় যোগ দেন অভিনেত্রী মিঠুন চক্রবর্তী। বিজেপিতে যোগ দিয়েই ”আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি ” মন্তব্য মিঠুন চক্রবর্তীর।

এই প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী আরও বলেন, ”আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী। আমি যা বলি তা করে দেখাই। বাংলায় থাকা সব মানুষই বাঙালি। যাঁরা এখানে বড় হয়েছে তাঁদের এখানকার সব জিনিসে অধিকার আছে। আর সেই অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইলে আমাদের মতো কিছু মানুষ রুখে দাঁড়াবে”।

মিঠুন চক্রবর্তীকেই কি মুখ্যমন্ত্রী মুখের জন্য বেছে নিল বিজেপি, রাজনৈতিক মহলে এ নিয়ে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিন মিঠুন মঞ্চে বলেন, ‘‘গরীবের জন্য আমি কিছু করতে চাই। এটাও স্বপ্ন ছিল আমার। স্বপ্ন হৃদয় দিয়ে আসে। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত আমি বাঙালি।’’’ ফলে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কি মিঠুনই, এই জল্পনা আবারও জলহাওয়া পেল। তাঁর বক্তব্যে অনেকের অনুমান, আগামী ভোটে তাঁকে প্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মুখ করতে চেয়েছিলেন মোদী-শাহরা। সেই চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না ওঁদের। কিন্তু বাধ সাধে সৌরভের শরীর। ফলে সমস্যায় পড়ে বিজেপি। মিঠুন চক্রবর্তী আগে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। নিজেকে ‘বাংলার ছেলে’ হিসাবে সগর্ব দাবি করেছেন নানা ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের আশীর্বাদ নিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে দলের কোনও রাজনীতিককে মুখ্যমন্ত্রী করার সমস্যাটা নেতৃত্ব বিলক্ষণ বোঝেন। দিলীপ-শুভেন্দু-মুকুল-শোভন এঁদের পারস্পরিক রসায়নটা নেতৃত্বের জানা। সেক্ষেত্রে সমঝোতার চরিত্র বা ‘কম্প্রোমাইজিং’ হিসাবে কাউকে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব দিতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে কেউ কেউ মনে করছেন এই মুহূর্তে এক নম্বরে উঠে এসেছেন মিঠুন চক্রবর্তী।

২১-এর নির্বাচনের আগে রবিবার ব্রিগেডে ছিল হাইভোল্টেজ জনসভা। দিল্লি থেকে বিমানে রওনা দেন নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি পৌঁছন দুপুর ১টা ২০ মিনিটে। ১টা ২৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে কপ্টারে রওনা দেন তিনি। ১টা ৪৫ মিনিটে নামেন রেসকোর্সের হেলিপ্যাডে। দুপুর ২টো নাগাদ তিনি পৌঁছন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। ব্রিগেড কর্মসূচি সেরে বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে আবার কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে তাঁর চলে যাওয়ার কথা দিল্লিতে।

রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল ও সিপিএমের প্রার্থীরা

ঝাড়্গাম, ৭ মার্চ (হি.স.) : রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল ও সিপিএমের প্রার্থীরা। এদিন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমুলের প্রার্থী চিকিৎসক খগেন্দ্র নাথ মাহাত সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন। পাশাপাশি সাঁকরাইল ব্লকের শিরশি,ডুমুরিয়া ও কাটনিমারিতে বুথ সম্মেলন করেন তৃণমুল প্রার্থী খগেন্দ্র নাথ মাহাত। অন্যদিকে মানুষের সাথে জনসংযোগ বাড়াতে এদিন বিকেলে একটি খেলার প্রাইজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মানুষের মানুষজনের সাথে কথা বলে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন তিনি।

ভোট ঘোষনা হওয়ার পর দিন থেকেই জোর কদমে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এই নতুন প্রার্থী খগেন্দ্র নাথ মাহাত। প্রার্থীর প্রচারের পাশাপাশি তৃণমুলের নেতাকর্মীও গোটা গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকা জুড়ে প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন ও ভোট করছেন। অন্যদিকে ‘শিরাতে হাল। প্রয়োজন বাম।’ এই শ্লোগানকে হাতিয়ার করে সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষজনের মন পেতে ঝাড়্গামের জুবলী মার্কেট, কোর্ট রোডে প্রচার সারলেন সংযুক্ত মোর্চার সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মধুজা সেন রায়। এদিন রবিবার ঝাড়্গাম জেলার সর্ববৃহৎ জুবলী মার্কেট ও সবজি মার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন বাম প্রার্থী। এদিনের প্রচারে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভারও সংযুক্ত সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী প্রশান্ত দাস। দুই প্রার্থী এদিন সবজি মার্কেটে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারন মানুষ ও খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতাদের সাথে এবং পথ চলতি মানুষজনদের সাথে কথা বলেন। এদিন সবার কাছেই আবেদন করেন বামফ্রন্টের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করার কথা বলেন।

পাশাপাশি শ্রমজীবি ও সাধারন মানুষজনদের সাথে কোলাকোলি করে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন সংযুক্ত সমর্থিত ঝাড়্গাম বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএমের প্রার্থী মধুজা সেন রায় ও গোপীবল্লভপুরের সিপিএম প্রার্থী প্রশান্ত দাস। এদিনের এই ভোট প্রচারে ছিলেন সিপিএম নেতা পার্থ যাদব, প্রদীপ সরকার সহ একাধিক সিপিএমের নেতাকর্মীরা। এদিন রবিবাসরীয় প্রচারে অন্যান্য দল তৃণমুল, বিজেপি থেকে ঝাড়্গাম শহরে ভোট প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে সংযুক্ত সমর্থিত বাম প্রার্থী মধুজা সেন রায়। পাশাপাশি এদিন বাম নেতৃত্বরা মধুজা সেন রায়কে সাথে নিয়ে ঝাড়্গাম পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়েও প্রচার সারেন। মধুজা সেন বলেন শাল মহুলে ঘেরা জঙ্গলমহলের ঝাড়্গামে আমরা জিতবো। আমাদের লড়াই তৃণমুল। এবং বিজেপির সাথে।

রবিবার জন ঔষধি দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাচুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক।

এআইইউডিএফ-এর প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলীয় বিধায়ক আজিজের

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ (হি.স.) : এআইইউডিএফ-এর প্রাথমিক সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলীয় বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। দলের সভাপতি বদরউদ্দিন আজমলের কাছে আজ রবিবার বিকেল ৩.২০ মিনিটে তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন আজিজ। সম্ভবত তিনি ক্ষমতাসীন বিজেপি জোট শরিক অসম গণ পরিষদে যোগদান করবেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনটি এআইইউডিএফ-এর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ওই আসনে দলীয় টিকিট থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসি মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ। এমন-কি গতকাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই আসন এআইইউডিএফকে ছেড়ে দিলে মহাজোট ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন সিদ্দেক।

পরবর্তীতে দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্র কংগ্রেস নিজেদের হাতে রেখে দেওয়ার ঘোষণা করলে এবার বেঁকে বসেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান। না, তিনি একেবারে দল থেকে পদত্যাগই করে ফেলেছেন। এখন দেখার তিনি অগপয় যোগ দিয়ে নতুন দলের টিকিটে দক্ষিণ করিমগঞ্জে ভোট ময়দানে নামেন কিনা। কেননা, ইত্যবসরে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসন রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির জোট শরিক অগপর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সুস্থ ও বিকশিত অসম গড়ে তুলতে দলীয় কার্যকর্তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান বিজেপি, অগপ, ইউপিপিএলের তিন সভাপতির

গুয়াহাটি, ৭ মার্চ (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি, অসম গণ পরিষদ এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল), এই তিন দলের সভাপতি স্ব-স্ব দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাদের সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আজ রবিবার খানাপাড়ায় বিজেপির নির্বাচনি মিডিয়া সেলের কার্যালয়ে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এই আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, অসম গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেলের সভাপতি প্রমোদ বড়ো যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন সংক্রান্ত নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। রঞ্জিত কুমার দাস বলেন, বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল-এর কার্যকর্তাদের সক্রিয় ভূমিকা এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বাধীন মিত্রজোট সরকারের সাফল্যের আধারেই অসমে পুনরায় জোটের সরকার গঠন হবে।

বিজেপি প্রদেশ সভাপতি আরও বলেন, ৬০ বছরের অপশাসনের বিফলতাসমূহ দূর করে বিজেপি সরকার খুব কম সময়ের মধ্যে অসমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথা পরিকাঠামো ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে সফল হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি প্লাস গু ১০০ প্লাস লক্ষ্য পূরণ করতে হলে মিত্রজোটকে ছেড়ে দেওয়া আসনগুলিতেও প্রার্থীদের বিজয়ী করত সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে দলীয় কার্যকর্তাদের।

অসম গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা বলেন, রাজ্যের সুরক্ষিত ও ভবিষ্যত কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ-এর মহাজোটকে বৃহৎ ব্যবধানে পরাজিত করে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্বার্থে পুনরায় ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে নিশ্চিতভাবেই নির্ধারিত আসনে জয়ী হতে পারবেন তাঁরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইউপিপিএল সভাপতি প্রমোদ বড়ো বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গত পাঁচ বছরে বড়োল্যান্ড অঞ্চলে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রামীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে সংস্থাপন দিয়ে শান্তির পরিবেশ ঘুরিয়ে আনা, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করে বিটিআর এলাকায় শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলেছে। তাই রাজ্যে শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে দলীয় কার্যকর্তাদের সম্মিলিতভাবে নির্বাচনি সংগ্রামে ঝাঁপানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনিও।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।